POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ
وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ
وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا (النساء:126)

এবং ধর্মের ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কে উৎকৃষ্টতর হইতে পারে যে আল্লাহ্‌র সমীপে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং সে সৎকর্মশীল হয় এবং একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শের অনুসরণ করে?

(সূরা নিসা, আয়াত: ১২৬)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْد
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড
5
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly
BADAR Qadian
Bangla
www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা
50
সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

10 ডিসেম্বর, 2020 ● 24 রবিউস সানি 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর মুখে হযরত আমর বিন তাগলিব এর প্রশংসা এবং হযরত আমর বিন তাগলিবের আনন্দ

৯২৩) হযরত আমর বিন তাগলিব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট কোন সম্পদ নিয়ে আসা হয়। তিনি সেই সম্পদ বিতরণ করে দেন। তিনি কতককে দিলেন আর কতককে দিলেন না। এরপর তিনি জানতে পারলেন যে, যাদেরকে তিনি সম্পদ দেন নি, তারা কিছুটা অসন্তুষ্ট। তিনি (সা.) আল্লাহ্‌র গুণকীর্তন করার বললেন, 'আম্মা বাআদ, আল্লাহ্‌র কসম! আমি এক ব্যক্তিকে দান করি (আর এক ব্যক্তিকে বাদ দিই) অথচ যাকে বাদ দিই, সে আমার কাছে বেশি প্রিয়, সেই ব্যক্তিকে অপেক্ষা যাকে আমি দান করি। কিন্তু আমি তাদের কতককে এজন্য দিই, কারণ তাদের মনে অস্থিরতা ও ধৈর্যহীনতা লক্ষ্য করি আর কতককে আমি সেই কল্যাণের হাতে সঁপে দিই যা আল্লাহ্ তাদের অন্তরে সৃষ্টি করে থাকেন। এদের মধ্যে আমর বিন তাগলিবও রয়েছে। (তিনি বলতেন) আল্লাহ্‌র কসম! আমি কখনই চাইতাম না যে রসুলুল্লা্হ্ (সা.)-এর এই কথার পরিবর্তে আমি লাল উট লাভ প্রাপ্ত হতাম।

(সহী বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল জুমআ)

এই সংখ্যায়

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী
খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ৬ নভেম্বর ২০২০
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত

কোন বৈদ্য কিম্বা ডাক্তার এই দাবি করতে পারবে না যে অমুক ওষুধ কাজ করবে। এমনটি হলে কেউ কেনই বা মরত। ডাক্তার এবং বৈদ্যদের উচিত মুত্তাকি হয়ে যাওয়া; তারা ওষুধও দিক আবার দোয়াও করুক। তার নিভৃতে দোয়া প্রার্থনা করুক।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

বাহ্যিক নিমিত্তকে কাজে লাগানো নিষিদ্ধ নয়

বাহ্যিক নিমিত্তকে কাজে লাগানো শরীয়ত বিরুদ্ধ নয়। একবার এক ব্যক্তি আঁ হযরত (সা.) কে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, ওষুধ থেকে কি আমরা উপকৃত হতে পারি? তিনি (সা.) উত্তর দেন, হ্যাঁ ওষুধ সেবন কর। এমন কোন রোগ নেই যার ওষুধ নেই। তবে একথা সত্য যে কোন বৈদ্য কিম্বা ডাক্তার এই দাবি করতে পারবে না যে অমুক ওষুধ কাজ করবে। এমনটি হলে কেউ কেনই বা মরত। ডাক্তার এবং বৈদ্যদের উচিত মুত্তাকি হয়ে যাওয়া; তারা ওষুধও দিক আবার দোয়াও করুক। তার নিভৃতে দোয়া প্রার্থনা করুক। যারা অহংকার প্রদর্শন করেছিল, আল্লাহ্ তাদেরকেই লাঞ্ছিত করেছেন। লিখিত আছে যে, জালানী ডায়রিয়া বন্ধ করার দাবি করেছিল। খোদার মহিমা দেখুন! সে নিজেই ঐ রোগের শিকার হল। অনুরূপভাবে আরও কিছু চিকিৎসক জ্বরে আর কিছু যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে ইহধাম ত্যাগ করেছে।

আল্লাহ্ তা'লার উপরই পরিপূর্ণ নির্ভর কর।

একথা বলায় আমার উদ্দেশ্য এই যে, খোদা তা'লা তাদের দাবির অসারতা প্রকাশ করে দিয়েছেন আর তাদের মিথ্যা দম্ভের বাস্তবতা ফাঁস করে দিয়েছেন। তারা নিজেদের দাবির ক্ষেত্রগুলিতেই পর্যদুস্ত হয়েছে। অতএব জানা গেল যে মুখে বড় বড় দাবি করা উচিত নয়। আমার মরহুম পিতাও খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন, দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর যাঁর চিকিৎসার অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি বলতেন, অব্যর্থ চিকিৎসা বলে কিছু নেই। এটিই বাস্তবতা। আল্লাহ্‌র শক্তিমত্তা ব্যতিরেকে কিছুই সম্ভব নয়। ধন্য সেই ব্যক্তি যে খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করে, বিপদের সময় দম্ভ করে না এবং আল্লাহ্ ছাড়া কারো উপর নির্ভর করে না। সামান্য অসুস্থতা অনেক সময় হঠাৎ করে গুরুতর হয়ে দাঁড়ায়। কখনও হৃদযন্ত্রের চিকিৎসা করতে করতে মস্তিষ্কের সমস্যা দেয়। অনেক সময় মানুষ দেহের কম তাপমাত্রার কারণে চিতিৎসা করাতে করাতে দেখা গেল সে ভয়াবহ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। কে এটিকে কাটিয়ে উঠতে পারে? খোদার উপর নির্ভর করা উচিত। ভূ-পৃষ্ঠের জীবাণুসমূহের সঠিক সংখ্যা ও এর বিষাক্ত প্রভাব সম্পর্কে কেই বা ধারণা করতে পারে! রোগের সংখ্যা গণনা করাও অসম্ভব। লেখা আছে যে কেবল চক্ষু সংক্রান্ত ব্যধির সংখ্যাই ৩ হাজার । কিছু ব্যাধি এতটাই প্রাণঘাতী যে, ডাক্তার ব্যবস্থাপত্র লেখার পূর্বে রুগী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। অতএব, কেবল আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৩২)

আল্লাহর নিকট বৈধ বিষয়গুলির মধ্যে সব থেবে বেশি অপছন্দনীয় বিষয় হল তালাক।

وَلَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ -(বাকারা:২৬) এর তফসীরে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

وَلَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ -তারা সেখানে পবিত্র সঙ্গী কিম্বা পবিত্র স্ত্রী বা স্বামী লাভ করবে। পবিত্র সঙ্গীর অর্থের বিষয়ে কারো কোন আপত্তির সুযোগই নেই। কেননা এক্ষেত্রে এর অর্থ দাঁড়াবে, 'জান্নাতে যেভাবে খাদ্য একে উপরের পরিপুরক হবে, অনুরূপভাবে সেখানকার সমস্ত বাসিন্দারাও একে অপরের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে সাহায্যকারী হবে। মোটকথা, আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক, উভয় প্রকার শান্তি ও সহযোগিতা তারা লাভ করবে।

যদি স্বামী বা স্ত্রীর অর্থ নেওয়া হয়, কেননা 'আযওয়াজ' নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়, মহিলার 'আযওয়াজ' স্বামী আর পুরুষের 'আযওয়াজ' তার স্ত্রী। তাই এক্ষেত্রে এর একটি অর্থ এই দাঁড়াবে যে, প্রত্যেক জান্নাতীর কাছে তার সেই সঙ্গী রাখা হবে যে পুণ্যবান হবে। এক্ষেত্রেও কোনও আপত্তি হতে পারে না, কেননা নির্দেশ আছে যে পুরুষ যেন নিজের পুণ্যের পাশাপাশি নিজের স্ত্রীর পুণ্যের প্রতি যত্নশীল হয় আবার স্ত্রীরাও যেন নিজের পুণ্যের পাশাপাশি স্বামীর পুণ্যের বিষয়ে যত্নশীল হয়। কেননা তারা যদি পার্থিব জীবনের মত সেখানেও একসঙ্গে থাকতে চায়, তবে তাদের উভয়ের উভয়কে পুণ্যবান করে তোলার চেষ্টা করা উচিত। যাতে এমন না হয়

(শেষাংশ ১০ এর পাতায়..)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৫ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মানী সফর

হুযুর আনোয়ার-এর সঙ্গে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত ছাত্রীদের সাক্ষাত অনুষ্ঠান

রীতি মেনে কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। তিলাওয়াতের পর আহদী ছাত্রী সংগঠনের সভাপতি তসনীম আসগার সাহেবা রিপোর্ট পেশ করেন।

রিপোর্ট: এবছর সারা দেশের ছাত্রীদের বিবরণ সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমানে জার্মানীতে ছাত্রীদের সংখ্যা ৬৮১জন। এদের মধ্যে আজ ৫০৯ জন হুযুরের ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছে। ছাত্রীদের মধ্যে ৬৬ শতাংশ স্নাতক স্তরে অধ্যায়নরতা, ২২ শতাংশ সরকারের শিক্ষা বিভাগের অধীনে পরীক্ষা দিচ্ছে। ১১ শতাংশ স্নাতকোত্তর কোর্স করছে আর এক শতাংশ পিএইচডি করার চেষ্টা করছে।

বছর ব্যপি আহমদী ছাত্রীদের সংগঠনের অধীনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠান সমূহের উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘খোদার কৃপায় ১৮ই এপ্রিল লাজনাদের দ্বিতীয় শিক্ষা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল, যার উদ্বোধন করেন জার্মানীর সদর লাজনা। এতে বিভিন্ন পেশা সম্পর্কে ছাত্রীদেরকে তথ্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে ষোলোটি স্টল লাগানো হয়েছিল। এর সমাপ্তিতে ‘ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব’ বিষয়ের উপর একটি অনুষ্ঠান হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সদস্যাদের সংখ্যা ছিল ৫২০জন। এবছর দ্বিতীয় শিক্ষা প্রদর্শনী উত্তর জার্মানীতে অনুষ্ঠিত হবে।

৮ই মে আরও একটি অনুষ্ঠান হামবার্গ ইউনিভার্সিটিতে আয়োজিত হয়েছিল, যার বিষয়বস্তু ছিল ‘ইসলামের সংশোধনের প্রয়োজন আছে।’ যার দ্বারা বার্তা দেওয়া হয় যে ধর্ম হিসেবে ইসলামের সংশোধনের প্রয়োজন নেই, বরং একজন সংস্কারকের প্রয়োজন,যিনি সেই পথ দেখাবেন যা প্রকৃত ইসলামের দিকে পরিচালিত করে আর তা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আগমণের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে ৮৪ জন শ্রোতা ছিলেন।

যুবক ও কিশোরদের জন্য জামাতের শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে একটি অ্যাপ তৈরী করা হয়েছে যেটি জার্মনীতে কুরআন করীম অনুবাদের বিষয়ে। আরও চারটি অ্যাপের কাজ হচ্ছে। এগুলিতে কুরআনের আয়াত, হাদীস, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী এবং ছোটদের জন্য পুস্তিকাবলী তৈরী করার পরিকল্পনা আছে। যেগুলির মধ্যে কয়েকটি বই তৈরীর কাজ শেষ হয়েছে।

এরপর পারা সুলতান সাহেবা †eªb wUDgvi Gliblastoma Multiforma এর বিষয়ে গবেষণা পত্র উপস্থাপন করেন। এতে বলা হয়, হাইপারথারমিয়া দ্বারা ক্যান্সার কোষের চিকিৎসা উন্নত পদ্ধতিতে হওয়া সম্ভব। কেননা অধিক তাপমাত্রাই টিউমার কোষের বৃদ্ধি অত্যন্ত হ্রাস পায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, কত শতাংশ রুগী এই রোগে আক্রান্ত হয়? পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে কি পার্থক্য আছে?

মেপারা সাহেবা বলেন, এক লক্ষ মানুষের মধ্যে কেবল দুই-তিন জন এতে আক্রান্ত হয়, যাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা বেশি, তবে খুব বেশি পার্থক্য নেই। এছাড়া এর কারণও আমরা জানি না। এ বিষয়ে গবেষণা হয়েছিল ,কিন্তু সাফল্য আসে নি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, কারণ জানা গেলে চিকিৎসাও সহজ হয়। Conventional Treatment কোনটিকে বলছেন- হোমিওপ্যাথিক, এলোপ্যাথিক নাকি আয়ুর্বেদিক?

মেপারা সাহেবা বলেন, রোগ নির্ণয়ের পর যখন কারো কয়েক মাসের আয়ুই অবশিষ্ট থাকে..... এতে হুযুর আনেয়ার বলেন গতানুগতিক বলতে এলোপ্যাথিক পদ্ধতিতে বোঝায়। হোমিওপ্যাথি দাবি করে এটি নাকি টিউমারকে গলিয়ে দেয়।

মে পারা সাহেবা বলেন, আজ পর্যন্ত এ নিয়ে কোনও গবেষণা হয় নি।

হুযুর আনোয়ার বলেন,কিভাবে চিকিৎসা করে তা গবেষণা করুন। এটি কোন নতুন প্রযুক্তির চিকিৎসা আছে যা আপনার করতে চলেছেন?

মেপারা সাহেবা বলেন, বিশেষ ধরণের ছুঁচ ভিতরে প্রবেশ করানো হয়। এর তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়, এর দ্বারা টিউমারের কোষগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে, টিউমার যদি খুব গভীরে থাকে তখন কি হয়? মেপারা সাহেবা বলেন, সেক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের ছুঁচ ব্যবহার করা হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যদি খুব বেশি বেড়ে যায় তবে কি অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে?

মেপারা সাহেবা বলেন, টিউমার কোষ আগে থেকেই গভীরে প্রবেশ করে।’ হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে এর পরিণাম কি এসেছে?

মেপারা সাহেবা বলেন,‘এর পরিণাম ইতিবাচক এসেছে, গেযিনে. যেখানে আমি পড়াশোনা করি, তিন জন রুগীর উপর পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। তাদের আয়ু বেড়ে গেছে, টিউমারও সংকুচিত হয়েছে। কিন্তু তারা তিনজনই মারা গিয়েছিল।

হুযুর আনোয়ার মৃদু হেসে এক বাদশাহ্র ঘোড়ার উপমা বর্ণনা করেন। এক বাদশাহ্র একটি ঘোড়া ছিল যে তার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। হঠাৎ সে অসুস্থ হয়ে পড়ল, শ্বাসকষ্ট শুরু হল। তাকে মারা যেতে দেখে বৈদ্যদের ডাকা হল। তারা সকলেই বলল এ মারা যাবে। বাদশাহ তাদেরকে সকলকে জুতো পেটা করে বিদায় করে। এরপর আরও একজন বৈদ্যকে ডাকা হল। সে অন্য সব বৈদ্যদের পরিণতি দেখে বলল, ‘মহারাজ, আপনার ঘোড়া খুব একেবারে শান্ত হয়ে গেছে, কোনও কষ্ট নেই। এখন সে আরামে ঘুমাবে। বাদশাহ বলল, সে যে মারা গেছে তা কেন বলছ না? বৈদ্য উত্তর দিল, একথা আপনি বলছেন, আমি নয়। আপনার গবেষণার ফল খুব ভাল হয়েছে, তিনজন রুগী শান্ত হয়ে মারা গেছে।

এক ছাত্রী জরায়ুর বিষয়ে জানতে চায় যে, অনেক মহিলার জন্মগতভাবে জরায়ু থাকে না কিম্বা ঠিকমত কাজ করে না। দুবছর পূর্বে ডাক্তারদের একটি দল সফল পরীক্ষা করে তাদের মায়েদের জরায়ু অন্য মায়েদের গর্বে প্রতিস্থাপন করেছিল। মুসলমান মহিলারা এমনটি কি করতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, পরীক্ষা কি সফল হয়েছিল? শরীর যদি গ্রহণ করে নেয় তবে ঠিক আছে। যেমন মায়েদের জরায়ু নিয়ে যেহেতু এই পরীক্ষা করা হয়েছে, দেখতে হবে যে যাদের মধ্যে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে সেই মায়েদের বয়স তত বেশি তো নয় যে গর্ভধারণই হয়তো সম্ভব হল না? শরীর সেটিকে গ্রহণ করে নিলে তা শরীরে অংশে পরিণত হয়। আমার মতে এটি কিডনী প্রতিস্থাপনের মতই। যে শিশুর জন্ম হবে তা যদি স্বামী ও স্ত্রীর কোষ থেকে হয় তবে ঠিক আছে, কিন্তু যারা অন্য কোনও পুরুষের শুক্রাণু নেয় সেটা অনুচিত কাজ।

এক ছাত্রীর প্রশ্ন: হাইপারথারমিয়ার সঙ্গে কি কেমোথেরাপি ভাল কাজ করে? অথচ এদের মধ্যে পরস্পর কোন সম্পর্ক নেই।

মেপারা সাহেবা বলেন, হাইপারথারমিয়ার কারণে (ক্যান্সার) কোষগুলি দুর্বল হয়ে যায় যার কারণে কেমোথেরাপি ভাল কাজ করে। হাইপারথারমিয়া প্রয়োগের ফলে কেমোথেরাপির প্রয়োজন কমে আসে।

এক ছাত্রী প্রশ্ন করে যে, কেমোথেরাপিকে যদি ভেষজের সঙ্গে যুক্ত করে চিকিৎসা করা হয় তবে এর ফল কি ভাল হবে?

মেপারা সাহেবা বলেন, এ বিষয়ে তিনি কোন গবেষণা করেন নি। হুযুর আনোয়ার বলেন, এবিষয়ে আপনি গবেষণা করে দেখুন।’ সেই ছাত্রী আবারও প্রশ্ন করে যে এলোপেথি চিকিৎসা কোন সীমা পর্যন্ত করা উচিত, কেননা এর পাশ্বক্রিয়াও খুব বেশি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: যতদিন ডাক্তার বলছেন, করতে থাক। ছাত্রী নিবেদন করে, ‘হুযুর! ডাক্তাররা তো অর্থ উপার্জনের জন্য বলে থাকে।’

হুযুর আনোয়ার বলেন, ‘যদি মনে হয় ডাক্তার অর্থ উপার্জনের জন্য এমনটি করছে, তবে চিকিৎসা করো না। কিছু ইউরোপিয়ান দেশে এশিয়ান মানুষদের ল্যাবোরটারী পরীক্ষার জন্য রাখা হয়েছে। কিছু বুঝতে না পারলে পেন কিলার দিয়ে দেয়। অন্যান্য চিকিৎসাও করা উচিত। একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) অসুস্থ হন। তিনি প্রথমে দেশী ওষুধ সেবন করেন, এরপর এলোপ্যাথিক এবং শেষে হোমিওপ্যাথিক সেবন করেন। কোন এক শুভাকাঙ্খী তাঁকে বলল, আপনি তিনটি ওষুধই সেবন করলেন। হুযুর (রা.) বললেন, ‘এটা তো চিকিৎসা, খোদা তা আর নয়।আমি জানি না খোদা কোনটিতে আরোগ্য অন্তর্নিহিত রেখেছেন। তাই আমি তিনটিই সেবন করেছি। ’

জুমআর খুতবা

আমাদেরকে এই চেষ্টাই করতে হবে যে আমরা যেন পৃথিবীকে আল্লাহ্ তা’লার তৌহিদ এবং আঁ হযরত(সা.)-এর পতাকা তলে নিয়ে আসতে পারি। এটি তাহরীকে জাদীদের প্রধান উদ্দেশ্যও বটে।

আল্লাহর অশেষ কৃপায় এবছর বিশ্ব আহমদীয়া জামাত তাহরীকে জাদীদের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ১৪.৫ মিলিয়ন অর্থাৎ এক কোটি চুয়ান্ন লক্ষ পাউন্ড আর্থিক কুরবানী করার সৌভাগ্য হয়েছে। গতবছরের তুলনায় এ আদায় আট লক্ষ বিরাশী হাজার পাউন্ড বেশি।

আল্লাহ্ তা’লা বলেন, আমার মনোযোগ আকর্ষণ ও আমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিষ্ঠার সাথে যদি ব্যয় কর তাহলে আমার প্রতিশ্রুতি হলো আমি তোমাদের ভীতিও দুর করব, তোমাদের দুঃখবেদনাও দুর করব, তোমাদের হৃদয়ের প্রশান্তির উপকরণ সৃষ্টি করব, তোমাদের সান্তনা দিব, তোমাদেরকে নিজের ক্রোড়ে স্থান দিব।

কুরবানী আল্লাহ্ তা’লার দরবারে গৃহীত হয়,তবে শর্ত হল, আল্লাহ্ ত’লার সন্তুষ্টি অর্জনই যেন কুরবানীর উদ্দেশ্য হয়।

তাহরীকে জাদীদের ৮৬তম বছরের বরকতময় সমাপন এবং ৮৭তম বছরের সূচনা

আর্থিক কুরবানীতে এগিয়ে থাকা প্রথম দশটি হল, জার্মানী, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মধ্যপ্রাচ্যেরর একটি দেশ, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইন্ডোনেশিয়া, ঘানা, মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বিভিন্ন জাতির আহমদী নারী ও পুরুষ এবং নবাগত আহমদীদের অভুতপূর্ব কুরবানী এবং এর পরিণামে ঐশী কৃপা বর্ষণের উল্লেখ।

বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্ব এবং মুসলমানদের জন্য দোয়ার প্রতি আহ্বান।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, থেকে প্রদত্ত ৬ নভেম্বর , ২০২০, এর জুমুআর খুতবা (৬ নবুয়্যত, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা’উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন:

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (البقرة:275)

অর্থাৎ, যারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাতে ও দিনে, প্রকাশ্যে ও গোপনে খরচ করে, তাদের জন্য তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সন্নিধানে তাদের পুরস্কার রয়েছে। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (সূরা আল্ বাকারা: ২৭৫)

পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে আল্লাহ্ তা’লা আর্থিক কুরবানীর প্রতি মু’মিনদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এই আয়াতেও আমরা দেখেছি, মু’মিনদের এই বিশেষত্বের কথা উল্লেখ করেছেন যে, মু’মিনরা আল্লাহ্র পথে দিবারাত্র খরচ করতে থাকে। তারা এই খরচ গোপনেও করে এবং প্রকাশ্যেও। আল্লাহ্ তা’লার সন্নিধানে এই উভয় রীতি, অর্থাৎ গোপন খরচও এবং প্রকাশ্য খরচও গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা লাভ করে, কেননা আল্লাহ্ তা’লা অন্যত্র বলেছেন, এসব মু’মিনের আল্লাহ্র পথে খরচ করার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টি অর্জন । যেমন তিনি বলেন وَمَا تُنْفِقُوْنَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ، (সূরা আল্ বাকারা: ২৭৩) অর্থাৎ, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই তারা খরচ করে, এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য তারা ব্যায় করে না। অর্থাৎ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভই তাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কাজেই, একজন সত্যিকার মু’মিনের পরিচয় এটিই যে, সে পুণ্যকর্ম করবে, নিজের পবিত্র ধন-সম্পদ থেকে আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করবে, অহোরাত্র বিভিন্ন পুণ্য সম্পাদনে সচেষ্ট থাকবে, কখনো প্রকাশ্যে পু ণ্য করবে আবার কখনো গোপনে সৎকাজ করবে। কখনো প্রকাশ্যে আর্থিক কুরবানী করবে আবার কখনো গোপনে করবে। এসব কুরবানী আল্লাহ্ তা’লার দরবারে গৃহীত হয়, তবে শর্ত হলো, এসব কুরবানীর উদ্দেশ্য যেন আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টি অর্জন হয়। যদি শুধুমাত্র লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ত্যাগ স্বীকার করা হয় তাহলে এরূপ কুরবানী আল্লাহ্র সন্নিধানে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা লাভ করে না। এসব লোক দেখানো কুরবানীকারীদের কুরবানী তাদের মুখে ছুড়ে মারা হয়। অতএব, এটি হলো সেই চেতনা যা দৃষ্টিপটে রেখে একজন মু’মিনের কুরবানী করা উচিত আর এটিই সেই চেতনা যা দৃষ্টিগোচর রেখে আল্লাহ্র কৃপায় জামা’তের সদস্যরা আর্থিক কুরবানী করে থাকেন। এই চেতনা না থাকলে আমাদের কুরবানী মূল্যহীন এবং বিফল। এসব কুরবানী যদি এই উদ্দেশ্যে করা হয় যে, অমুক ব্যক্তি এতটা কুরবানী করেছে তাই আমাকে তার চেয়ে বেশি কুরবানী করতে হবে, তাহলে এটি অর্থহীন। অথবা অমুক জামা’ত বা হালকা আর্থিক ত্যাগস্বীকারের ক্ষেত্রে কোথাও আমাদের চেয়ে এগিয়ে না যায়, তাহলে মানুষ আমাদের কী বলবে? প্রতিযোগিতার প্রেরণা নিঃসন্দেহে ভালো জিনিস, কিন্তু এই চিন্তা করা যে, মানুষ আমাদের কি বলবে? এমন (মনোভাব) থাকা উচিত নয়। বরং এই মনোভাব থাকা উচিত যে, আল্লাহ্র দৃষ্টিতে আমরা যেন তাদের চেয়ে অধিক কুরবানীকারী বলে গণ্য হই। তাহলে এটি হবে, প্রতিযোগিতার প্রেরণা। অথবা যদি এই উদ্দেশ্যে চাঁদা দেয় যাতে দম্ভভরে মানুষকে বলতে পারে যে, আমি এতটা চাঁদা দিয়েছি অথবা কখনো কোন মতভেদ দেখা দিলে কেউ ব্যবস্থাপনাকে বলেই ফেলবে যে, আমি এতটা আর্থিক কুরবানী করে থাকি, তাই আমার অমুক কথা মানার মত অথবা অমুক সুবিধা পাওয়ার অধিকার আমার রয়েছে। অথবা কারো এটি মনে হতে পারে যে, আমি

এতটা আর্থিক ত্যাগস্বীকার করে যুগ খলীফা বা কর্মকর্তাদের সুদৃষ্টিতে চলে আসব এবং আমার প্রশংসা করা হবে– এগুলো সবই ভ্রান্ত আচরণ, মূল্যহীন এবং অনর্থক আর কুরবানীর চেতনা পরিপন্থী, বরং উল্টো ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা’লা বলেন, এই বিষয়গুলো সবই ভুল, আমার পথে ব্যয় করতে হলে উদ্দেশ্য কেবলমাত্র একটি হওয়া উচিত আর তা হলো, আমার সন্তুষ্টি অর্জন। হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টি অর্জনকারীদের আল্লাহ্ তা’লা সম্মানও দিয়ে থাকেন। কিন্তু এই সম্মান তাদের বিনয় ও দীনতার ক্ষেত্রে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কারণ হওয়া উচিত। বরং মানুষ তার প্রশংসা করলে তার লজ্জা অনুভব করা উচিত। যুগ খলীফার দৃষ্টিতে আসার বাসনা যদি থেকে থাকে তাহলে তা শুধু এজন্য হওয়া উচিত যে তিনি আমার জন্য দোয়া করবেন এবং একটি দৃঢ় সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। এটি স্বাভাবিক বিষয় যে, যার হাতে বয়আত করা হয়েছে, তাঁর দোয়ার অংশ লাভ করার বাসনা মানুষের থেকে থাকে। যদি সত্য খিলাফতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে তাহলে এমন বাসনার ক্ষেত্রে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু নিয়্যত বা উদ্দেশ্য যেন লোক দেখানো না হয়। বরং নিয়্যত বা উদ্দেশ্য হওয়া উচিত খোদার সন্তুষ্টি অর্জন। এই ত্যাগের কারণে যুগ খলীফা আমার অনুকূলে দোয়া করবেন যাতে আমি খোদা তা’লার নৈকট্য অর্জন করতে পারি ও আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। মু’মিনদের একে অপরের জন্য কৃত দোয়া-ই পরস্পরের আধ্যাত্মিক উন্নতির মাধ্যমে হয়ে থাকে। অতএব এই চিন্তাও আল্লাহ্ তা’লার শিক্ষা সম্মত।

আল্লাহ্ তা’লা বলেন, আমার মনোযোগ আকর্ষণ ও আমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিষ্ঠার সাথে যদি ব্যয় কর তাহলে আমার প্রতিশ্রুতি হলো আমি তোমাদের ভীতিও দূর করব, তোমাদের দুঃখবেদনাও দূর করব, তোমাদের হৃদয়ের প্রশান্তির উপকরণ সৃষ্টি করব, তোমাদের সান্তনা দিব, তোমাদেরকে নিজের ক্রোড়ে স্থান দিব। আল্লাহ্ তা’লার কৃপায় এ চেতনা সেই জামা’তের যারা বর্তমান সময়ে যুগের ইমাম মসীহ্ মওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদী এবং মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসকে (সত্য ইমাম হিসেবে) মান্য করেছে আর বিশ্বাস রাখে যে খোদা তা’লার ধর্মের খাতিরে আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। আল্লাহ্ তা’লা এই আর্থিক কুরবানীকে বিফল যেতে দেন না। আল্লাহ্ তা’লার পথে ব্যয় করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কিন্তু আল্লাহ্ তা’লা অনেক সময় তাৎক্ষণিক প্রতিদানে ধন্য করেন, কখনো আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে, কখনোবা অন্য কোন পুরস্কার রূপে। এর দৃষ্টান্ত প্রতিনিয়ত আমরা জামা’তের মাঝে দেখে থাকি। দশ, বিশ বা শত শত নয় বরং হাজার হাজার এরূপ দৃষ্টান্ত রয়েছে, বরং আমি বলব লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে। আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টি অর্জনকারীরা এর অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে থাকে এবং নিজ জীবনে এর প্রতিফলন ও বাস্তবায়ন হতে দেখে। যার ফলে তাদের ঈমান আরো উন্নত হয়। নিশ্চিতভাবে এই আর্থিক কুরবানীকারীদের এটিও স্মরণ রাখা উচিত যে, তাদের স্ত্রী-সন্তানদেরও তাদের কাছে প্রাপ্য রয়েছে। এসব প্রাপ্য প্রদান করাও এক মু’মিনের জন্য আবশ্যক। নিজের স্ত্রীসন্তানদেরকে তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত রাখা, তাদের প্রয়োজনাদি পূর্ণ না করাও পাপ। কিন্তু এটিও স্মরণ রাখা উচিত যে, স্বল্পে তুষ্টির অভ্যাস সৃষ্টি করে এবং নিজ পরিবারের সদস্যদের মিতব্যায়ীতার গুরুত্ব অবহিত করার মাধ্যমে এবং তাদের মাঝে উক্ত চেতনা সৃষ্টি করে আর্থিক কুরবানীর প্রতিও মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। এরফলে এমন লোকদের সন্তানরা আল্লাহ্ তা’লার অনুগ্রহে এমনভাবে তাঁর কৃপাধন্য হয় যে, মানুষ আশ্চর্য হয়ে যায়। এখন কতিপয় ত্যাগীলোকের ওপর তাদের কুরবানীর কারণে যে অনুগ্রহ হয়েছে অথবা সম্পদ ব্যয় করার প্রতি আল্লাহ্ তা’লার পক্ষ থেকে যে প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে আর এরপর আল্লাহ্ তা’লা তাদেরকে কীভাবে প্রতিদানে সিক্ত করেছেন সে সম্পর্কিত কিছু ঘটনা উপস্থাপন করব। এসব ঘটনা বর্ণনা করাও কখনো কখনো এভাবে উপকারী হয়ে থাকে যে, এরফলে অন্যদের মাঝেও প্রেরণা জাগে। কতিপয় লোক লিখেও থাকেন, এসব ঘটনা আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে আর আমাদের মাঝেও আর্থিক কুরবানীর প্রেরণা জাগ্রত হয়েছে এবং এরপর আমরাও আল্লাহ্ তা’লার কৃপারাজির দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছি।

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে
এই টৌলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।
টৌলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131
সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০ পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন,

পবিত্র কুরআন বলে, তোমরা এমনটি করো না যে, নিজেদের সমস্ত কর্ম মানুষের কাছে গোপন রাখবে। বরং তোমরা প্রয়োজন ও প্রজ্ঞার দাবি অনুসারে নিজেদের কোন কোন পুণ্যকর্ম গোপনভাবে কর, যদি তোমরা মনে কর যে, গোপনে করা-ই তোমার আত্মার জন্য উত্তম। আর কিছু পুণ্যকর্ম প্রকাশ্যেও কর যখন তোমরা মনে কর যে, প্রকাশ্যে করলে সাধারণ মানুষের কল্যাণ হবে, যেন তোমাদের দু’টি প্রতিদান লাভ হয় এবং দুর্বলরা তোমাদের অনুসরণে সেই পুণ্যকাজ করতে পারে। তিনি বলেন, শুধু কথার মাধ্যমেই মানুষকে বোঝাবে না, বরং ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমেও মানুষকে অনুপ্রাণীত কর, কেননা সব ক্ষেত্রে কথার প্রভাব পড়েনা, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদর্শের অনেক প্রভাব পড়ে থাকে।”

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ৩১-৩২)

অতএব এসব ঘটনা, যা আমি বর্ণনা করে থাকি বা আজ করব, এগুলো সম্পর্কে মানুষ এ কথা লিখে না যে, এগুলো (খুতবায়) বর্ণ না করুন, বরং আমি নিজে থেকেই তা বর্ণনা করি, যেন মানুষের ওপর এসব দৃষ্টান্তের পুণ্য প্রভাব পড়ে। বরং কয়েকজন তো লিখে থাকে যে, যদি বলতেই হয় তবে আমাদের নাম উল্লেখ করবেন না। যাহোক, আমি এখন কিছু ঘটনা বর্ণনা করছি। এসব ঘটনা তাদের জন্যও দ্বিগুণ পুণ্যের কারণ হোক যাদের সাথে এ ঘটনাগুলো ঘটেছে– আল্লাহর কাছে আমার এ দোয়াই থাকবে। একটি পুণ্য হলো, তারা আল্লাহ্ তা’লার পথে ত্যাগস্বীকার করেছেন। দ্বিতীয়ত, তাদের দৃষ্টান্ত এবং ঘটনাবলীর কারণে অন্যদের মাঝেও আর্থিক কুরবানী করার আগ্রহ সৃষ্টি হয় বা হবে এবং আর্থিক কুরবানী সম্পর্কে অন্তদৃষ্টি লাভ হবে।

বয়আত করার পর আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অর্থ ব্যয় করার জন্য কীরূপ ব্যকুলতা থাকে– এ সম্পর্কে আলবেনিয়ার মুবাল্লেগ সামাদ সাহেব লিখেন ২০২০ইং এর জলসা সালানার সমাপ্তি ভাষণে আমি আল্লাহ্ তা’লার কৃপাবারি সম্পর্কে যে বক্তৃতা করেছিলাম, একজন আলবেনিয়ান বন্ধু জাফর কোচি সাহেব তা শুনছিলেন এবং আমি তাতে তার আহমদীয়াত গ্রহণের ঘটনাও বর্ণনা করেছিলাম। মুবাল্লেগ সিলসিলাহ্ লিখেন, আগস্ট মাস পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তির কোন আয়-উপার্জন ছিল না। একদিন জুমুআর নামাযের পর তিনি জিজ্ঞেস করেন যে, অন্যান্য আহমদী পুরুষরা যে চাঁদা প্রদান করে এ সম্পর্কে আমাকে বিস্তারিত বলুন। সুতরাং তাকে পুনরায় বিভিন্ন চাঁদা সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করা হয়, যদিও পূর্বেও বলা হয়েছিল। তিনি বলেন, এরপর ঐ মাসেই তার ফ্ল্যাট ভাড়া হয় এবং তিনি সেটির ভাড়া হাতে পান। সেই প্রথম আয় থেকে তিনি নির্ধারিত হারের চেয়ে অনেক বেশি চাঁদা নিয়ে আসেন। তিনি বলেন, হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) যে হার নির্ধারণ করেছেন সেটি আদায়ের পর বাকি যে অর্থ থাকবে তা তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদ খাতে দিয়ে দিন। (মুবাল্লেগ সাহেব) বলেন, আমি তাকে বলি, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা’লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি অর্থিক কুরবানীকারীদেরকে বর্ধিত দানে ধন্য করেন। তখন উপরোক্ত ব্যক্তি বলেন, আমি সেই নিয়্যতে চাঁদা দেই নি, আমি আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চাঁদা দিয়েছি। এই মানসে দিয়েছি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ধর্মীয় উদ্দেশ্যে অর্থেরও কুরবানী করতে বলেছেন আর এটি ইসলামের আদেশও বটে যে, ধর্মের জন্য আর্থিক ত্যাগস্বীকার কর। এখন তিনি নিয়মিত প্রতি মাসে চাঁদা আদায় করেন। এসব দুনিয়াদারদের চিন্তা চেতনা এভাবে রাতারাতি সম্পূর্ণভাবে পাল্টে যায়।

আর্জেন্টিনার মুবাল্লেগ সারোয়ার সাহেব লিখেন, আর্জেন্টিনায় করোনা ভাইরাস এবং সার্বিক মূল্যস্ফীতির কারণে জনসাধারণ তীব্র আর্থিক সংকটের সম্মুখীন। কিন্তু তা সত্ত্বেও নবদীক্ষিতদের যখন বলা হয়েছে যে,ইসলামের স্তম্ভগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলো আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা,আর আহমদীয়া জামা’তে এ ঐশী আদেশ পালনের নিমিত্তে একটি শাখা হচ্ছে তাহরীকে জাদীদ স্কীম। তখন স্থানীয় নবদীক্ষিতগণ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এই খাতে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে আর্থিক কুরবানী করেন। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন ফাতেমা ভেরোনিকা সাহেবা।

তিনি অসাধারণ কুরবানী করার সৌভাগ্য পান। তিনি একজন বিধবা এবং পেশাগতভাবে নগন্য আয়ের মানুষ। সাধারণভাবে সব নবদীক্ষিতদের যখন বলা হয় যে, বছর শেষ হতে অল্প ক’দিন বাকি আছে তখন উক্ত মহিলা আমাকে (অর্থাৎ মুবাল্লেগকে) সংবাদ পাঠান যে, এই মুহূর্তে যদিও তার সামর্থ্য নেই, কিন্তু তিনি পরবর্তী কয়েকদিনের ভেতর কিছু অর্থ আদায়ের চেষ্টা করবেন। সে অনুসারে ভদ্রমহিলা কয়েকদিন পরেই পাঁচ হাজার আর্জেন্টাইন পেসো জমা করিয়ে দেন। মুবাল্লেগ সাহেব লিখেন, তার সামর্থ্য আর আর্জেন্টিনার সাধারণ আর্থিক অবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে এটি অসাধারণ অংকের অর্থ ছিল। তার এই স্পৃহা দেখে আমি তাকে বললাম, আমি আপনার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ! একথা শুনে তিনি বলেন, এতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কী আছে? আমি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করেছি, এটিকে বুঝেশুনে গ্রহণ করেছি। আর এর নির্দেশাবলীর মধ্য থেকে একটি নির্দেশ হলো– ধর্মের জন্য যেন ত্যাগস্বীকার করা। আমি বরং লজ্জিত যে, নিজের কাজের ব্যস্ততার কারণে ধর্মের জন্য সময়ের কুরবানি সেভাবে করতে পারছি না, যেমনটি একজন আহমদী মুসলমানের ওপর দায়িত্ব বর্তায়। এটি সেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর জামা’তে যারা পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়, তাদের মধ্যে আল্লাহ্ তা’লা সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ কীভাবে আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টি অর্জন করা উচিত, এর জন্য কী কী চেষ্টা–প্রচেষ্টা করা দরকার আর কীভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে (সে লক্ষ্যে তাদের মাঝে পরিবর্তন সৃষ্টি হচ্ছে)।

ইন্দোনেশিয়া, পৃথিবীর আরেক প্রান্ত আর এটি একটি দ্বীপপুঞ্জ। সেখানকার আমীর সাহেব লিখেন, টাঞ্জোরাঙ শহরে মার্সিলা নামক একজন ভদ্র মহিলা বসবাস করেন। তিনি জানান যে, করোনার কারণে তার স্বামীর চাকরি চলে যায়; তিনি ব্যবসা শুরু করেন, কিন্তু তা লাভজনক প্রমাণিত হয় নি। এরপর অনলাইন মোটরসাইকেলট্যাক্সিতে কাজ আরম্ভ করেন। কিন্তু তাতেও একই সমস্যার সম্মুখীন হতে থাকেন; এমনকি আমাদের চিন্তা আরম্ভ হয়ে যায় যে আগামীকালের খাবারের ব্যবস্থা কোত্থেকে হবে! তিনি বলেন, আমাদের ইচ্ছা ছিল, রমযান মাসে আমরা তাহরীকে জাদীদের ওয়াদা পূরণ করে দেব। আমার স্বামী আমাকে শুধু দোয়া করতে বলতেন যে, দোয়া কর যেন ওয়াদা পূরণ হয়। রমযানের একরাতে আমি স্বপ্নে দেখি, এক ব্যক্তি আমাকে বলছে, তোমরা কি কোন ওয়াদা করে রেখেছ? আমি উত্তর দিলাম, হ্যাঁ। তখন সেই ব্যক্তি বলেন, সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর। চোখ খুললে দেখলাম সেটি তাহাজ্জুদের সময়। তাহাজ্জুদের পর সেহরীর সময় আমি আমার স্বামীকে স্বপ্নটি শুনাই। কয়েকদিন পর আমার স্বামী ঘরে ঢুকে খুব আনন্দের সাথে একটি বড় অংকের অর্থ আমার হাতে দিয়ে বলেন, যত দ্রুত সম্ভব তাহরীকে জাদীদের ওয়াদা পূরণ করে দাও। আমার স্বামী অনলাইন মোটরসাইকেল–ট্যাক্সির কাজের লভ্যাংশ ৫০ হাজার ইন্দোনেশিয়ান রুপি উঠানোর জন্য যখন ব্যাংকে যান, তখন দেখতে পান যে, তার একাউন্টে এর চেয়ে কুড়ি গুণ বেশি অর্থ জমা রয়েছে। আমরা জানি না যে, এই অর্থ কোথা থেকে এসেছে, কিন্তু আমরা নিশ্চিত যে, এটি শুধুমাত্র খোদা তা’লারই সাহায্য ছিল, আমাদের সদিচ্ছা দেখে আমাদেরকে পুরস্কারস্বরূপ তিনি তা দান করেছেন। এভাবে আল্লাহ্ তা’লা দুশ্চিন্তা ও দুঃখ থেকে উদ্ধার করেন।

ইন্দোনেশিয়ার আমীর সাহেবই বলেন, লামপং–এর এক গ্রামের একজন আহমদী ভদ্রমহিলা নূর সাহেবা প্রতিদিন নিজের স্বামীর সাথে কোন এক প্রাইমারী স্কুলে একটি দোকানে জিনিসপত্র বিক্রি করেন। তিনি বলেন, এতে খুব বেশি আয় হয় না, কিন্তু দৈনন্দিন প্রয়োজন এবং চাঁদা দেয়ার জন্য এটা যথেষ্ট। তিনি প্রতি মাসে খুব আগ্রহের সাথে চাঁদা প্রদান করেন। তিনি বলেন, করোনা ভাইরাসের কারণে দু’মাসের জন্য স্কুল বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে আয় রোজগারও বন্ধ হয়ে যায়। খুব দুশ্চিন্তা হয়, চাঁদা কিভাবে দেব! তার মনে পড়ে যে, তার ও তার ছেলের কাছে একটি ব্যাংক রয়েছে, যাতে তারা পয়সা জমিয়েছে অর্থাৎ একটি মাটির ব্যাংকে তারা ধীরে ধীরে অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন, তা ভেঙে তিনি তাহরিকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদ খাতের চাদা পরিশোধ করেন। তিনি সন্তানদের আর্থিক কুরবানির গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝান এবং সন্তানদের এই জমানো অর্থ চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন। তিনি বলেন, রমযানের আগে ঘরে কেবল এক পেয়ালা চাল অবশিষ্ট ছিল, যা দুই সন্তানের জন্যও যথেষ্ট ছিল না। আমি সন্তানদের জন্য নাস্তা তৈরি করি; সন্তানরা ভাত ও পানি খেয়ে নেয়। তারা তখন প্রশ্ন করে যে, আপনারা কেন আমাদের সাথে ভাত খাচ্ছেন না? ভাত পরিমাণে অল্প ছিল; তাই মা–বাবা সন্তানদের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন।তিনি বলেন মুচকি হাসি ছাড়া আমাদের অন্য কোন উত্তর ছিল না। দুপুরের পুনরায় বাচ্চাদের ক্ষুধা লাগে। সামান্য ভাত অবশিষ্ট ছিল যাতে (বড়জোর) এক সন্তানের ক্ষুধা নিবারণ হতে পারতো। দ্বিতীয় জনের ক্ষুধা পেলে সে কান্না জুড়িয়ে দিল। তিনি বলেন, সে মুহূর্তে আমাদের জন্য দোয়া করা ছাড়া আর কিছুই করা সম্ভব ছিল না। নামায পড়ি এবং অনেক দোয়া করি। কিছুক্ষণ পরেই আল্লাহ্ তা’লার পক্ষ থেকে সাহায্য এল। এক ব্যক্তি আসে যার ভুট্টা ক্ষেতের কাজের জন্য শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল। অতএব আমার স্বামীর কর্মসংস্থান হয় এবং আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে গেল।

মালীর মুরব্বী সিলসিলা হাফেজ আতাউল হালিম সাহেব লেখেন, ইয়াতারা তারগোরে সাহেব নামক ৭০ বছর বয়স্ক একজন আহমদী প্রতি মাসে নিয়মিত চাঁদা আদায় করেন এবং তিনি ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনায়ও অন্তভুক্ত। তিনি চাঁদা প্রদানের জন্য সাত কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা সাইকেলে পাড়ি দিয়ে আসেন। কিছুকাল পূর্বে তার জমিটি পাশের গ্রামের গ্রাম্যপ্রধান জবরদখল করে নেয়, ফলে তিনি খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ছিলেন। তিনি আমার কাছে (অর্থাৎ খলীফাতুল মসীরর কাছে) দোয়া চেয়েও পত্র লেখেন আর নিয়মিতভাবে কিছু অতিরিক্ত অর্থ চাঁদা হিসেবে প্রদান করা অব্যাহত রাখেন। আল্লাহ্ তা’লা কৃপা করেন আর সেই বিচারক যিনি পূর্বে তার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন, তিনিই তার অনুকূলে রায় প্রদান করেন। তার জমি তিনি ফেরত পান যার কোন আশাই ছিল না কেননা গ্রাম্যপ্রধান প্রভাব–প্রতিপত্তিসম্পন্ন অনেক বড় লোক ছিল। এ কথা কেউ ঘুনাক্ষরেও ভাবতে পারত না যে বিচারক সাহেব গ্রাম্যপ্রধানের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করবেন। তিনি কেবল নিজ গ্রামেই নয় বরং রিজিওনের মসজিদে এসে জুমুআর নামায আদায়ের পর সমস্ত লোকের সামনে এই ঐশী সাহায্যের (ঈমান উদ্দীপক) ঘটনা বর্ণনা করেন, যার ফলে অন্যান্যরাও উদ্বুদ্ধ হন। এভাবে আল্লাহ্ তা’লা ভীতিকে নিরাপত্তায় বদলে দেন।

ফ্রান্সের আমীর সাহেব লেখেন, এক বন্ধু বলেন, আমি আমার তাহরীকে জাদীদের চাঁদা বিগত বছরের তুলনায় দ্বিগুন করে এক হাজার ইউরো লিখিয়েছিলাম। কিন্তু ঘটনাক্রমে লকডাউনের কারনে উপার্জন খুব কমে যায় আর বাহ্যত মনে হচ্ছিল না যে, প্রতিশ্রুতি রাখা সম্ভব হবে। আমার কিছু ঋণ ছিল– সেটিও পরিশোধ করার ছিল অপরদিকে হাজার ইউরোর ওয়াদাও রক্ষা করার কথা– যা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হচ্ছিল। দোয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। মনে মনে ভাবছিলাম, বেতন যা–ই পাই, খাই বা না খাই সর্বমূল্যে আমি অবশ্যই আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব। আল্লাহ্ তা’লার একান্ত অনুগ্রহ ও কৃপাঃ সেই সপ্তাহেই আমার মালিকের পক্ষ থেকে লক ডাউন চলাকালে কাজ করার কারনে ঠিক আমার ওয়াদার সমপরিমান এক হাজার ইউরো বোনাস হিসেবে লাভ হয়। তিনি বলেন, আমি মনে করি– এ ছিল কেবল আল্লাহ্ তা’লার একান্ত অনুগ্রহ কেননা আমি ওয়াদা করেছিলাম। অন্যথায় আমি ধারণাও করতে পারতাম না যে, আমার মালিক আমাকে এই সংকটের মুহূর্তে এত বড় বোনস দেবেন।

যেহেতু লকডাউনের বিষয়টি এসেছে তাই প্রসঙ্গত বলে দিই, আজ থেকে এখানে ইউকেতে পুনরায় চার সপ্তাহের লকডাউন শুরু হয়েছে। তাই মসজিদে এই মুহূর্তে আমার সামনে কোন মুসুল্লি বসা নেই, কেননা কতৃপক্ষ বলেছে, আপনি খুতবা দিতে পারেন তবে মুআয্যিন ছাড়া অন্য কেউ যেন না থাকে।

(পরের ঘটনা) কানাডা থেকে একজন সিরিয়ান আহমদী আমাকে লিখেছেন। তিনি এ–ও লিখেছেন যে, যদি কোথাও আমার ঘটনা বলতেই হয় তবে অনুগ্রহকরে সেখানে আমার নাম প্রকাশ করবেন না। তিনি বলেন, ইসলামাবাদের নব নির্মিত কেন্দ্রের জন্য শুভেচ্ছা হিসেবে তাহরিকে জাদীদ

যুগ খলীফার বাণী

“ প্রত্যেক আহমদীর নিজের পাঁচ ওয়াক্তের নামায নিয়মিত পড়ার প্রতি এবং বা-জামাত নামায পড়ার প্রতি মনোযোগ আছে কি না তা পর্যালোচনা করে দেখা উচিত।”

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১১ অক্টোবর, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gwahati)**

খাতে পাঁচ হাজার কানাডিয়ান ডলার প্রদান করব বলে প্রতিশ্রুতবন্ধ হয়ে ছিলাম। তিনি গত বছর ওয়াদা করেছিলেন। তিনি বলেন, তখন আমার বেতন ছিল মাসিক চার হাজার কানাডিয়ান ডলার যা আমার জন্য যথেষ্ট ছিল।সচ্ছলতা ছিল আর কয়েক মাস পরইআমি একটি নতুন গাড়ী ক্রয় করি এবং চাকুরিও পরিবর্তন করি। তখন আমার আয় আরো বৃদ্ধি পায় তবে অবস্থা ভালো হওয়া সত্ত্বেও পাঁচ হাজার ডলারের ওয়াদা পূর্ণ করার মত স্বচ্ছলতা আমার ছিল না কেননা আমি সিরিয়ায় আমার আত্মীয়স্বজনকেও কিছু অর্থ পাঠাতাম আর প্রতিদিন দোয়া করতাম যে হে, আল্লাহ আমার চাঁদা আদায়ের উপকরণ সৃষ্টি করে দাও। তিনি বলেন, ২০২০ সালের জানুয়ারী মাসে আমার একটি দূর্ঘটনা ঘটে। এক মাস আমি কোন কাজ করতে পারি নি। মাসিক খরচের জন্য পুনরায় ঋণ করতে বাধ্য হই। এছাড়া করোনার কারনে আর্থিক অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যায়। লক ডাউন হয়ে যায় এমনকি ফেব্রুয়ারী মার্চ মাসে স্বামী-স্ত্রী সবচেয়ে সস্তা খাবার ক্রয় করে খেতাম আর বাধ্য হয়েই তা করতে হতো। বছর শেষ হবার পূর্বে বরং রমযানেই ওয়াদা পূর্ণ করার বিষয়ে সচেষ্ট ছিলাম; দোয়া করতাম কিন্তু আমাদের কাছে এটি স্বপ্ন মনে হচ্ছিল। তিনি বলেন, এরপর আমি ট্যাক্সি চালানো বাদ দিয়ে খাবার ডেলিভারির কাজ শুরু করে দেই। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অবস্থায় উন্নতি হতে লাগলো। এরপর আমরা পুনরায় সংকল্পবন্ধ হই আর রমযান শেষ হবার পূর্বেই ওয়াদা পূর্ণ করার প্রতিজ্ঞা করি যেন যুগ খলিফার দোয়াও পেতে পারি। নিজের কাজের সময় বৃদ্ধি করে দৈনিক এগারো-বার ঘন্টা কাজ আরম্ভ করে দিই। এরপর এমন এমন জায়গা থেকে আয়-উপার্জন হতে থাকে যা আমরা ভাবতেও পারতাম না আর আমার আয় ৯ হাজার ডলারের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। এভাবে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় রমযান শুরু হওয়ার দশ দিন পূর্বেই ওয়াদা পূর্ণ করি। তিনি এ-ও লেখেন, আমার বিশ্বাস, আমার ওয়াদা এর তিনগুণও যদি হতো, তবুও বছর শেষ হবার পূর্বেই আমি আমার ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ করতাম। সিরিয়ায় বসবাসরত দরিদ্র আত্মীয়দেরকেও তিনি সাহায্য-সহযোগীতা করেন।

সিয়েরা লিয়নের আমীর সাহেব লিখেছেন, সেখানকার ফ্রি টাউনের এক জামাতের ইমাম হলেন উসমান সাহেব। তিনি বলেন, আমরা প্রতিবছরই তাহরীকে জাদীদের চাঁদা প্রদান করে থাকি। কিন্তু এ বছর মনে হল, যে চাঁদা আমরা প্রদান করে থাকি তা নিতান্তই সামান্য। তিনি বলেন, আমার কোন চাকুরী নাই। কেবলমাত্র ছোট একটি দোকান রয়েছে যা আমি এবং আমার স্ত্রী মিলে চালিয়ে থাকি। এথেকে বিশেষ কোন আয়-উপাজনও হয় না; কোনভাবে ঘর চলে। বারংবার তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায়ের ঘোষনা শুনতে থাকি। আমার স্ত্রী বলল, একটি ক্যাশ বক্স তৈরি করি আর প্রতিদিন কিছু অর্থ তাতে জমা করব। অক্টোবরের শেষে যা কিছু জমা হবে তা তাহরীকে-জাদীদ খাতে প্রদান করব। ইতিপূর্বে আমরা কখনো ২০ হাজার লিওনের অধিক চাঁদা আদায় করতে পারি নি। কিন্তু এবছর আল্লাহতা'লার কৃপায় আমরা ২লক্ষ লিয়নের অধিক চাঁদা দিয়েছি। আমার অন্য দু'ভাইও এ পদ্ধতিটি পরীক্ষা করেছেন এবং তারা ১ লক্ষ ৩০ হাজার লিওন চাঁদা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, আমার স্ত্রী বিশেষভাবে এমনটি করে অনেক আনন্দিত যে, আল্লাহতা'লা আমাদেরকে উত্তম মালী কুরবানী করার তৌফিক দিয়েছেন। এরফলে আমাদের কুরবানী করার মানও উন্নত হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র কৃপায় আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন থেকে আমি আল্লাহতা'লা যে পদ্ধতি শিখিয়েছেন তা ধরে রাখব ইনশাল্লাহ্।

মার্শাল আইল্যান্ড আরেকটি দূরবতী এলাকা যা আমেরিকা থেকেও দূরে অবস্থিত। সেখানকার মুবাল্লিগ সাজেদ ইকবাল সাহেব লিখেছেন, মার্শাল আইল্যান্ডের একজন নাসের সদস্য হলেন কুশি আকুন সাহেব। এ বছর যখন জামাতের সদস্যদের কাছ থেকে তাহরীকে জাদীদের ওয়াদা নেওয়া হচ্ছিল, তখন কুশি সাহেব বলতে লাগলেন, আমার তো এখন কোন চাকুরী নাই, মাথা গোঁজার ঠাঁই নাই। খাওয়া দাওয়ার জন্যও জামাতের লঙ্গরখানার ওপর নির্ভরশীল। তখন আমরা তাকে কিছুদিনের জন্য (মসজিদে) থাকতে দেই।পাশাপাশি তাকে বলি, যত স্বল্পই হোক না কেন আপনি ওয়াদা অবশ্যই লেখান। আর দোয়া করুন, যেন আল্লাহ্ আপনাকে সাহায্য করেন। তখন তিনি ২ আমেরিকান ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি লিখিয়ে দেন। কয়েক মাস পর তিনি মিশনে আসেন আর তাহরিকে জাদীদ খাতে ৫০ ডলার প্রদান করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমার দোয়া কবুল করেছেন, আমার চাকরি হয়েছে, থাকার জন্য এপার্টমেন্টও পেয়েছি। এখন তিনি নিজের পানাহারের ব্যবস্থা নিজেই করার সামর্থ রাখেন। ঈমানর দৃঢ়তার জন্য দেখুন, আল্লাহ তা'লা কীভাবে সাহায্য করে থাকেন। এমন ঘটনা শুনে অনেক সময় আমাদের মোবাল্লেগরাও হতবাক হয়ে যান।

গ্যাম্বিয়ার আমীর সাহেব লেখেন, বাস্‌সেতে তাহরীকে জাদীদসংক্রান্ত প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রোগ্রামে ওয়াদাসমূহ আদায় করার বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এতে মুসা সাহেবও উপস্থিত ছিলেন, তার কাছে চাঁদা দেয়ার মত কিছুই ছিল না। তিনি খুবই অস্থির হয়ে যান এবং তাহজ্জুদে খোদা তা'লার সমীপে কৃপা যাচনা করে দোয়া করেন, যেন আল্লাহর রাস্তায় দানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লা তার মনোবাঞ্ছা গ্রহণ করেন। কিছুদিন যেতেই, তিনি যে কোম্পানির সাথে চুক্তিভিত্তিক কাজ করতেন তারা বলে, তারা বাস্‌সেতে দু'দিনের একটি প্রোগ্রাম করছে তিনি যেন এ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন; পারিশ্রমিক হিসাবে তাকে চার হাজার ডালাসী দেয়া হবে (বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়)। তিনি খুবই আনন্দিত হন এবং দু'দিনের প্রোগ্রামে যোগদান করার পর নিজের ওয়াদা বাড়িয়ে দুই হাজার ডালাসি লেখান। চাঁদা আদায়ের জন্য আল্লাহ তা'লা তার উপার্জনের আরো বিভিন্ন মাধ্যম খুলে দেন। তিনি অন্যান্য আহমদী ভাইদেরও তাহরীকে জাদীদের গুরুত্ব বুঝান এবং আর্থিক কুরবানীর জন্য আহ্বান করতে থাকেন।

ফিলিপাইন জামাতের প্রেসিডেন্ট ও মুরব্বী তালহা আলী সাহেব বলেন, ফিলিপাইনের পুরোনো জামাতগুলোর মাঝে একটি হলো, সিমানোল জামা'ত। এখানকার অধিকাংশ লোক পেশার দিক থেকে শিক্ষকতার সাথে সম্পৃক্ত। এই জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব তাদের লক্ষ্যের চেয়ে বেশি আদায়ের পর খাকসারকে ক্ষুদেবার্তা দিয়ে বলেছেন যে, তিনজন শিক্ষককে বিশেষভাবে দোয়ায় স্মরণ রাখবেন, কেননা গত মার্চ থেকে তারা বেতন পায় নি কিন্তু তা সত্ত্বেও এই তিনজনই তাহরীকে জাদীদের চাঁদায় প্রতিযোগীতামূলকভাবে অংশ নিয়েছেন। দূরদূরান্তের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী লোকেরাও আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দেখুন কীভাবে ত্যাগস্বীকার করছেন।

কাবাবীরের মোবাল্লেগ শামসুদ্দীন সাহেব লিখেন, ফিলিস্তিনের নতুন একটি জামাত হলো আল-খালীল। এ জামাতের অধিকাংশ সদস্য আর্থিক দৈন্যতার শিকার কিন্তু আল্লাহর কৃপায় এদের সবাই তাহরীকে জাদীদে অংশ নিয়েছেন। ইব্রাহীম সাহেব আল-খালীল জামাতের একজন নবদিক্ষিত আহমদী। তিনি বয়াত করার পর থেকেই প্রতিযোগিতামূলকভাবে আর্থিক কুরবানীতে অংশ নিতে থাকেন। এবছর তিনি বড় অংকের টাকা তাহরীকে জাদীদের জন্য আদায় করেছেন। তিনি বলেন, আমার এক বন্ধুর কাছে আমি টাকা পেতাম যে কোন অপারগতার কারণে ঋণ পরিশোধ করছিল না। অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করতে থাকি। এখন আমার ওপর তাহরীকে জাদীদের চাদা দেওয়ার দায়িত্ব রয়েছে আর কিছুটা আর্থিক সমস্যাও আছে আর যে টাকা পাবার কথা তা-ও পাওয়ার কোন আশা ছিল না। আমীর সাহেবের সাথে সাক্ষাত হলে কোনভাবে ব্যবস্থা করে আমি তাহরীকে জাদীদের চাদা পরিশোধ করে দিই। আমার অবস্থা দেখে আমির সাহেব বলেন, আপনি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য এখন তাহরীকে জাদীদের চাদা দিয়ে দিয়েছেন; আল্লাহ তা'লা আশিষমণ্ডিত করবেন। দেখুন, আমীর সাহেব চলে যাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরই আমার কাছে ঋণী ব্যাক্তি পাওনা ফেরত দেয় আর আর এভাবে আমার সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায়।

জার্মানীর উইজবাদেনের একবন্ধু, তাহরীকে জাদীদের দপ্তরে আসেন এবং বলেন, আমার এসাইলেম কেস এমন একজন জজের কোর্টে রয়েছে যে কেস মঞ্জুর করে না। তাহরীকে জাদীদ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী শুনে আমি সংকল্পবন্ধ হলাম যে আমি তাহরীকে

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"

(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

জাদীদ খাতে এক হাজার ইউরো আদায় করব। আল্লাহর কাজ দেখুন, আমার কেস সেই জজের হাত থেকে অন্য বিচারকের হাতে চলে যায় এবং আল্লাহর অনুগ্রহে কেস মঞ্জুরও হয়ে যায়। এখন আল্লাহতা'লার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করতে এসেছি। এরপর তিনি ওয়াদাকৃত অর্থ পরিশোধ করে দেন।

যুক্তরাজ্যের সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ বলেন, বার্টন জামাতের একজন সদস্যের কর্মসংস্থান ছিল না। তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায়ের পরের দিনই তিনি উপযুক্ত কাজ পেয়ে যান। বার্টন জামাতের আরেকজন সদস্যের আর্থিক সমস্যা ছিল; তবুও তাহরীকে জাদীদের চাঁদা পরিশোধ করে দেন। কিছুদিন পর তিনিএইচএমআরসি টেক্স ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে পত্র পান যে, গতবছর অতিরিক্ত কর দিয়েছিলেন (তারা তা ফেরত দেয়)। এ অর্থ তার চাঁদার অর্থ থেকে অনেক বেশী ছিল। একজন পেশাজীবি বন্ধুর কাজের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা ছিল, কেউ তার বিরুদ্ধে অন্যায় অভিযোগ করেছিল। তিনি তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায় করে দেন। উল্টো অভিযোগকারীকে বরখাস্ত করে দেয়া হয়। এক ব্যক্তির গাড়ি গর্তে পড়ে যায়। তিনি সিদ্ধান্ত করেন যদি এটি নিরাপদে বেরিয়ে আসে তাহলে তাহরীকে জাদীদ খাতে আরো চাঁদা আদায় করবেন। গাড়ি আঁচড়মুক্ত অবস্থায় নিরাপদে বেরিয়ে আসে। তিনি আয় অনুসারে এক সপ্তাহের বেতন তাহরীকে জাদীদ খাতে চাঁদা দিয়ে দেন। একজন তিফল নিজের ছয়মাসের হাত খরচ তাহরীকে জাদীদ খাতে আদায় করেছে। শিশুরাও আর্থিক কুরবানীতে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। একজন খাদেম ছুটিতে যাওয়ার জন্য সঞ্চয় করেছিল। তার এই সমুদয় অর্থ তাহরীকে জাদীদ খাতে আদায় করে দেয়। বারকিং ও ডিগানহাম জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন, (আমরা সংকল্পবদ্ধ হই যে) এবার নিজেদের পকেট থেকে দিয়ে হলেও আমরা তাহরীকে জাদীদের টার্গেট অবশ্যই পূরণ করবো। টার্গেটের যা কমতি রয়ে গিয়েছিল তা তিনি নিজেই আদায় করে দেন। এরপর তাদের অফিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়, গত বছরের তুলনায় তিনি এ বছর সত্তর শতাংশ বেশি বোনাস পাবেন। যে অর্থ তিনি অতিরিক্ত চাঁদা হিসেবে দিয়েছিলেন তার তুলনায় এটি অনেক বেশী ছিল।

কাজাকিস্তানের লিনার আব্দুর রহমান বলেন, আমি নিয়মিত চাঁদা আম, তাহরীকে জাদীদ, ওয়াকফে জাদীদ এবং জলসা সালানার চাঁদা আদায় করি। এরা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন লোক। এসব চাঁদারই কল্যাণ যে আমার স্ত্রী মেডিকেল কলেজের পড়ালেখা সম্পন্ন করে সরকারের প্রোগ্রামে অধীনে চাকরি নেয়। সরকার শিশুদের আবাসনের জন্য ঋণ দেয়। শিশুরা নার্সারীতে পড়ছে আর এখন আর্থিক অবস্থা অনেক ভাল। আমার কাছে দুটি গাড়ি রয়েছে এবং আমি ব্যক্তিগত বাড়ি বানানোর ইচ্ছা রাখি। এসবই আল্লাহর অনুগ্রহ এবং চাঁদা দেয়ার ফল। পূর্বে আমরা ভাড়া ফ্লেটে থাকতাম, আর্থিক সমস্যা ছিল; কিন্তু তবুও আমরা চাঁদা দেওয়া অব্যাহত রাখি। যার ফলে আল্লাহ আমাদের ওপর সীমাহীন অনুগ্রহ করেছেন।

গিনি বাসাউ এর মুরব্বী মুহাম্মদ আহসান সাহেব লিখেন, একজন আহমদী বন্ধু মুহাম্মদ ইবরাহীম সাহেব বলেন, গতবছর যখন আমি তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা দিলাম; সেদিন আমার এলান শুনে তিনি নিজের ওয়াদা লিখান এবং প্রতিমাসের চাঁদা প্রতিমাসে আদায়ের সংকল্প করেন। এভাবেই চলছিল, কিন্তু করোনা ভাইরাসের দিনগুলোতে আয় বন্ধ হয়ে যায়। তিনি বলেন, সে সময় দুশ্চিন্তা হয়। তাহরীকে জাদীদের বছর যখন শেষের দিকে তখন দুশ্চিন্তা আরো বেড়ে যায়। তিনি বলেন, আমি দোয়ায় রত থাকলাম। একদিন প্রভাতে জনৈক বন্ধুর পক্ষ থেকে ফোনকল পাই, তিনি জিজ্ঞেস করেন, আপনি নির্মাণকাজের জন্য ব্লক বানাতে পারেন কি? আমি কাল বিলম্ব না করে সম্মতি দিই। এভাবে, ঘরে বসে বসেই কাজ পেয়ে যাই আর এর ফলে আল্লাহ তা'লা আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষার উপকরণ সৃষ্টি করেন আর লক ডাউনের ফলে যে আর্থিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল তাও দূর হয়ে যায়। ইব্রাহীম সাহেব বলেন, এই সমস্ত কল্যাণ যুগ-খলীফার আহ্বানে সাড়া দেওয়ার ফলে লাভ হয়েছে।

তানজানিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, যাঞ্জাবার থেকে জামাতের মোবাল্লেগ সাহেব লিখে জানান, আমনা বিবি সাহেবা নামে একজন বুযুর্গ মহিলা প্রতি বছর নিজের যতসামান্য আয় সত্ত্বেও বিভিন্ন চাদা আদায়ের ক্ষেত্রে তালিকার শীর্ষে থাকতেন। এবছরও যখন পবিত্র রমযান মাসে আর্থিক কুরবানীর তাহরীক করা হয় তিনি এ মাসেই নিজ ওয়াদা রক্ষার সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছু আর্থিক সমস্যার কারণে তার কাছে অর্থ-কড়ি ছিল না। তিনি বলেন, একদিন এ বিষয়টি এত গভীরভাবে অনুভব করি যে, আমি রাতে ঘুম থেকে ওঠে যাই এবং খোদা তা'লার কাছে কাকুতি মিনতি করে নিবেদন করি, যুগখলীফার তাহরীকে সাড়া দেয়ার এখনই সময় আর আমি এ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। অতঃপর সেদিনই সকালে তার এক আত্মীয়ের ফোন আসে যার সাথে দীর্ঘদিন যোগাযোগই ছিল না। এই আত্মীয় নিজের পক্ষ থেকে কিছু টাকা তোহফা হিসাবে পাঠায়, এ থেকে তিনি তার চাদা আদায় করেন। তিনি নিজে বলেন, চাদা আদায় করার ফলে আমার খোদা আমার সাথে সর্বদা ভালোবাসাপূর্ণ ব্যবহার করেন আর আমাকে কখনো নিঃসঙ্গ পরিত্যাগ করেন না।

কাদিয়ান থেকে ওয়াকীলুল মাল সাহেব লিখেন, কেরালার কেরোলাই জামাতের এক সদস্যের তাহরীকে জাদীদ চাঁদার পরিমাণ ছিল পাঁচ লক্ষ রুপি। তিনি কিছু টাকা তার ফার্মের আসবাব ক্রয়ের জন্য রেখে দিয়েছিলেন। সময়মত টাকা পরিশোধ না করার ক্ষেত্রে ফার্মের কাজ বন্ধ করে দিতে হতো কিন্তু ঠিক তখনই তাহরীকে জাদীদ চাদা পরিশোধের জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছিল। তিনি চাদার গুরুত্বকে দৃষ্টিপটে রেখে সেই টাকা চাদা হিসাবে আদায় করে দেন। এই আন্তরিক নিষ্ঠার কারণে আল্লাহ তা'লা এমন কৃপা করলেন যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই চাদার জন্য উপস্থাপিত টাকার কয়েক গুণ তার একাউন্টে কারো পক্ষ থেকে জমা হয় আর ফার্মের জন্য যেসব জিনিস যোগান দেওয়ার প্রয়োজন ছিল তা আনিয়ে নেওয়া হয়। এরপর তিনি অনেক বড় অংকের অর্থাৎ কয়েক মিলিয়ন রুপির প্রজেক্ট পান আর নিজ ওয়াদা পুরণের পাশাপাশি একটি বড় অংক অর্থাৎ প্রায় ১২ লক্ষ রুপী তাহরীকে জাদীদের চাদা হিসাবে উপস্থাপন করেন।

ইন্ডিয়া থেকেই ইনস্পেক্টর আব্দুল ওয়াজেদ সাহেব লেখেন, কেরালার কোচীন জামাতে তাহরীকে জাদীদ সম্পর্কে একটি সভার আয়োজন করা হয় যাতে তাহরীকে জাদীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। জামাতের সদস্যদেরকে তাহরীকে জাদীদ খাতে আর্থিক কুরবানীতে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশগ্র হণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়। সভা সমাপ্ত হলে, আমরা প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাসায় গেলাম তখন প্রেসিডেন্ট সাহেবের আট বছরের মেয়ে নিজ মানি বাক্স নিয়ে চলে আসে এবং বলে, মৌলভী সাহেব এতে যত টাকা আছে তা তাহরীকে জাদীদ খাতে জমা করিয়ে দিন। তখন দেখা যায়, তার বাক্সে প্রায় আটশত চৌষট্টি টাকা ছিল যা এই মেয়ে তাহরীকে জাদীদ চাদার খাতে উপস্থাপন করে। তার পিতা বলেন, তার মেয়ে দীর্ঘদিন যাবত এই টাকা তাহরীকে জাদীদ খাতে দেয়ার জন্য সঞ্চয় করছিল। আমি দোকান থেকে ফিরে আসার পর আমার পকেটে যে ভাঙ্গতিই থাকে আমার কাছ থেকে তা নিয়ে জমায়। সে বলে আমাকে এটি দিয়ে দিন আর নিয়ে নিজের মাটির ব্যাংকে রেখে দেয়, এভাবে এই মেয়ে কয়েক মাস ধরে সঞ্চিত রুপী চাদার খাতে আদায় করে দেয়। মালি কুরবানীর এই উপলব্ধী ও অন্তদৃষ্টি আহমদী শিশু-কিশোরদের মাঝেও আল্লাহ তা'লা সৃষ্টি করেছেন।

বয়আত করার পর আর্থিক কুরবানীর বিষয়ে আন্তরিকতা সম্পর্কে আলবেনিয়া থেকে সামাদ সাহেব লিখেন, আলবানিয়ার একটি গ্রামে বসবাসকারী এক স্থানীয় আহমদী দালেভ চিড়চি সাহেব একদিন জুমুআর পর তার সাথে স্বাক্ষাত করেন। তিনি একজন পেনশানপ্রাপ্ত ব্যাক্তি আর তার আয় অতি সামান্য, তা সত্ত্বেও প্রত্যেক মাসে রীতিমত চাঁদা আদায় করেন। তার নিজের কোন গাড়ীও ছিল না, গণ পরিবহনে জুমুআর নামাযে আসতেন। বর্তমান মহামারীর কারণে দীর্ঘ দিন পর জুমুআর নামায আদায় করতে আসেন। জুমুআর পর বলেন, যে আমার হৃদয়ে অনেক বড় বোঝা ছিল যে, এতটি মাস যাবত চাঁদা আদায় করতে পারি নাই, নিজের সাথে আট মাসের চাঁদা নিয়ে এসেছিলেন আর চাঁদা আম ছাড়াও তাহরিকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদের চাঁদাও পরিশোধ করেন।

রসুলের বাণী

আঁ হযরত (সা.)বলেছেন, "মানুষ যখন তওবা করে, অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর একত্ব স্বীকার করে, তখন তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

(সহী বুখারী, কিতাবুল লিবাস, বাবুস সিয়াবুল বাইয)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

এমন আরো বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেমন, তানজানিয়া থেকে মুয়াল্লেম হুসাইন সাহেব লিখেন যে, একজন নিষ্ঠাবান আহমদীর নাম হলো সালেহ উটুঙ্গা সাহেব। সানন্দে আল্লাহ্‌র রাস্তায় আর্থিক কুরবানীতে অংশ নিয়ে থাকেন। কিছুদিন পূর্বে অসুস্থ হয়ে যান, চিকিৎসার জন্য তার কাছে অর্থ ছিল না। মাস শেষে যখন পেনশনের টাকা পান তখন সর্বপ্রথম তিনি নিজের তাহরিকে জাদীদের ওয়াদা পূর্ণ করেন। তিনি বলেন, আমি তাকে বুঝানোর চেষ্টা করলাম যে, আপনি এই অর্থ দিয়ে প্রথমে নিজের চিকিৎসা করুন এরপর আপনার চাঁদা পরিশোধ করুন, কিন্তু তিনি বলেন আরোগ্যদাতা হলেন খোদা তা'লার সত্ত্বা। এজন্য প্রথমে আমি খোদার সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করব, এরপর নিজের চিকিৎসা করাব। কুরবানী বা আত্মত্যাগের আশ্চর্যজনক মান এই নবাগত আহমদীরা স্থাপন করছেন যা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। আল্লাহ্ তা'লা আশ্চর্যজনকভাবে দূর দূরান্তের বিভিন্ন এলাকার লোকদের সামনে এর গুরুত্ব স্পষ্ট করেছেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের পর তাদের মাঝে এক বিপ্লব সৃষ্টি করেছেন।

গাম্বিয়ার আমীর সাহেব লেখেন, একটি অঞ্চলে তাহরীকে জাদীদের দাবীসমূহ সম্পর্কে প্রোগ্রাম করা হয়। ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গ করা, সাদাসিদে জীবন যাপন করা এবং নগন্য থেকে নগন্যতর কাজ করতে সংকোচ বোধ না করার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের পর ইব্রাহীম সাহেব নামে এক বন্ধু বলেন, তিনি তাহরীকে জাদীদের চাদা হিসেবে এক হাজার ডালাসী দিচ্ছেন। তিনি আরো বলেন, তিনি তার একমাত্র পুত্রসন্তানের জীবন উৎসর্গ করে তাকে জামাতের মুরব্বী হওয়ার জন্য প্রেরন করবেন। বর্তমানে তার ছেলে মাধ্যমিক স্কুলে অধ্যয়ন করছে, তার ইচ্ছা হলো ভবিষ্যতে এই ছেলে মুরব্বী হবে, ইনশাআল্লাহ।

তেমনিভাবে ঘানা থেকে আকরাযোনের জেনারেল সেক্রেটারী আদম সাহেব লেখেন, আমাকে বিভাগীয় প্রেসিডেন্ট পঞ্চাশ সিটি ভাড়া বাবদ প্রদান করেন, আমি এই অর্থ তাহরীকে জাদীদের চাদা খাতে প্রদান করি। পরদিন সকালে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সাথে কোন কাজের জন্য যাই সেখান থেকে ফিরে আসার সময় তিনি জিজ্ঞেস করেন, কীভাবে ফিরবে? আমি বললাম, টেক্সি করে যাবো। তখন অফিসার আমার ফোন নাম্বার চান আর বলেন, তুমি তোমার মোবাইল চেক কর। তিনি বলেন, আমি মোবাইল চেক করে দেখি তিনি আমাকে এক হাজার সিটি মোবাইলের মাধ্যমে পাঠিয়ে রেখেছেন। আমি পঞ্চাশ সিটি দিয়েছি আর পেয়েছি এক হাজার সিটি। যাহোক, এ কয়েকটি ঘটনা আমি বর্ণনা করলাম এমন অগণিত ঘটনা আমার কাছে রয়েছে। আল্লাহর তালা কুরবানীকারীদের ধন ও জনসম্পদে অশেষ বরকত দান করুন।

এখন মোট কত কুরবানী করা হয়েছে এর কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরছি যেমনটি সাধারণত তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণার সাথে করা হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'লার কৃপায় তাহরীকে জাদীদের ৮৬তম বছর গত ৩১ অক্টোবর সমাপ্ত হয়েছে এবং ৮৭তম বছর শুরু হয়েছে। আল্লাহর অশেষ কৃপায় এবছর বিশ্ব আহমদীয়া জামাত তাহরীকে জাদীদের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ১৪.৫ মিলিয়ন অর্থাৎ এক কোটি চুয়ান্ন লক্ষ পাউন্ড আর্থিক কুরবানী করার সৌভাগ্য হয়েছে। গতবছরের তুলনায় এ আদায় আট লক্ষ বিরাশী হাজার পাউন্ড বেশি। এবছর সারা বিশ্বের জামাতগুলোর মাঝে প্রথমস্থানে রয়েছে জার্মানী। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমাগতভাবে অবনতির দিকে। পাকিস্তানের জামাতগুলো যদিও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জামাতগুলোর তুলনায় না হলেও মোটের ওপর নিজেদের দেশের নিরিখে নিজেদের স্থানীয় মুদ্রামানকে সামনে রেখে অনেক উন্নতি করেছে এবং কুরবানি করেছে। আল্লাহ্ তা'লা সে সকল দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা সৃষ্টি করুন এবং উন্নতি দিন যেখানকার অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা নৈরাজ্যের শিকার তারাও যেন প্রতিযোগিতামূলকভাবে কুরবানি করতে পারে। যাহোক সামগ্রিক চিত্র হলো, বাইরের দেশসমূহের মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে জার্মানি তারপর রয়েছে ইংল্যান্ড এবং এরপর রয়েছে আমেরিকা। পাকিস্তানের নামও মাঝে এসে যায়। আমেরিকা তৃতীয় এরপর কানাডা তারপর রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ। এরপর রয়েছে ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ঘানা এবং মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি দেশ। ঘানাও এখন আফ্রিকার দেশসমূহের মোকাবিলায় উন্নতি করে আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশসমূহের সারিতে এসে গেছে আর বর্তমানে আমেরিকা, ইউরোপ এবং অন্যান্য দেশসমূহের সাথে (তারা) প্রতিযোগিতা করে।

এভাবে মাথাপিছু আদায়ের ক্ষেত্রে প্রথম স্থানে রয়েছে সুইজারল্যান্ড তারপর আমেরিকা এবং এরপর রয়েছে সিঙ্গাপুর। তিনটি জামা'তের কথা বললাম বিস্তারিত চিত্রও আমার সামনে আছে।

আফ্রিকার দেশসমূহের মাঝে মোট চাদা সংগ্রহের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য জামা'তগুলোর মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে ঘানা, এরপর রয়েছে যথাক্রমে নাইজেরিয়া, বুরকিনা ফাসু, তানজানিয়া, গাম্বিয়া ও সিয়েরালিওন। সিয়েরালিওন জামা'ত যথেষ্ট বড় এবং পুরোনো একটি জামা'ত, এখানকার আমীর সাহেব এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের চেষ্টা করা উচিত। তারা যদি সঠিকভাবে জামা'তের সদস্যদের মাঝে আর্থিক কুরবানীর চেতনাবোধ জাগ্রত করেন তাহলে তারা আর্থিক কুরবানী করতে প্রস্তুত আছে। তাদের এ ব্যাপারে মনোযোগ দেয়া উচিত। এরপর রয়েছে বেনিন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা বেশ চেষ্টা করেছে। নাইজার ও বেনিনে মাথাপিছু আদায়ের ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। বেনিনে স্থানীয় মুদ্রার দৃষ্টিকোণ থেকে মাথাপিছু আদায় ছয়গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নাইজারে আট গুণ। যদিও বর্তমান পরিস্থিতির কারণে তাদের অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা কম ছিল কিন্তু মোট অর্থ বিগত বছরের চেয়ে বেশি বা সমপরিমান। তাহরীকে জদীদের চাঁদাদাতাদের সংখ্যা সর্বমোট ১৬ লক্ষ ৮ শত। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আফ্রিকান দেশসমূহের মাঝে গত বছরের তুলনায় যাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তাদের মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে ঘানা, এরপর যথাক্রমে বুরকিনা ফাসোঁ, মালী, সেনেগাল, গাম্বিয়া, কঙ্গোকিনশাসা, তানযানিয়া, লাইবেরিয়া, কেনিয়া, সেন্ট্রাল আফ্রিকা, সাউতোমে, কঙ্গো ব্রাজিল এবং জিম্বাবুয়ে রয়েছে। অন্যান্য বড় জামা'তের মাঝে যথাক্রমে বাংলাদেশ, জার্মানি, কানাডা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া এবং ব্রিটেনে তাহরিকে জাদীদের চাঁদাদাতার সদস্য সংখ্যায় যথেষ্ট প্রবৃদ্ধি ঘটেছে।

দফতর আওয়ালে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পাঁচ হাজার নয়শত সাতাশ সদস্যের খাতা রয়েছে যাদের মাঝে ৩৩ জন জীবিত আছেন এবং তারা নিজেরা চাঁদা আদায় করছেন আর তিন হাজার একশত উনিশ জনের চাঁদা তাদের উত্তসূরীদের মাধ্যমে খোলা আছে। বাকি দুই হাজার সাত শত পঁচাত্তর জনের হিসাব জামা'তের নিষ্ঠাবান সদস্যদের দ্বারা সচল রয়েছে।

জার্মানি যেহেতু সারা পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে তাই এক নাম্বারের জার্মানির পর্যালোচনা মূলক চিত্র তুলে ধরা হবে। জার্মানির প্রথম দশটি জামা'তের মাঝে প্রথমে আছে মাহদী আবাদ, এরপর রয়েছে যথাক্রমে রোয়েডারমার্ক, নোয়েস, নিদা, কোলোন, পানেবার্গ, অসনাব্রোক, ফ্লোরিযহায়েম, কীল, ফ্রান্সহায়েম। এছাড়া স্থানীয় ইমারাতের মাঝে আছে যথাক্রমে হামবুর্গ, ডেটসন বাখ, ফ্রাঙ্কফোর্ট, গ্রোসগেরাও, বিযবাদান, মোরফেল্ডান, ম্যানহায়েম, রিডশ্টাড, রিসালয হায়েম, ডামশ্টাড।

এরপর দ্বিতীয় স্থানে আছে ব্রিটেন। এখন ব্রিটেনের জামা'তগুলোর মধ্যে অবস্থানগত দিক থেকে বায়তুল ফতুহ্ রিজিওয়ন প্রথমস্থান অধিকার করেছে, এরপর রয়েছে যথাক্রমে মসজিদ ফযল রিজিওয়ন, ইসলামাবাদ রিজিওয়ন, মিডল্যান্ড রিজিওয়ন এবং বায়তুল এহসান রিজিওয়ন। সমষ্টিগত (চাদা) পরিশোধের দিক থেকে ব্রিটেনের বড় ১০টি জামা'ত হলো যথাক্রমে ওল্ডারশট, ইসলামাবাদ, মসজিদ ফযল, ওয়েস্টার পার্ক, দক্ষিণ বার্মিংহাম, জিলিংহাম, পাটনী, দক্ষিণ চীম, পশ্চিম বার্মিংহাম ও চীম। সমষ্টিগত পরিশোধের দিক থেকে ব্রিটেনের ৫টি ছোট জামা'ত হলো স্পেনভ্যালী, ক্যাথলি, সোয়ানযি, উত্তর উয়েল্‌য এবং নর্থ হ্যাম্পটন।

পাকিস্তানের জামা'তগুলোর তুলনামূলক চিত্র হলো লাহোর প্রথম, রাবওয়া দ্বিতীয়, করাচী তৃতীয়। জেলা পর্যায়ে অধিক ত্যাগী ১০টি জামা'ত হলো যথাক্রমে ইসলামাবাদ, শিয়ালকোট, গুজরাট, গুজরানওয়ালা, হায়দারাবাদ, মিরপুর খাস, ফয়সালাবাদ, টোবা টেকসিং, উমর কোট, চাকওয়াল, কোটলী। চাকওয়াল এবং কোটলী পৃথক পৃথক হওয়া উচিত, জানি না এক সাথে কেন লিখে দিয়েছে? যা হতে পারে এ দুটির অবস্থান একই বা সমান কোরবানী করেছে।

চাঁদা সংগ্রহের দিক থেকে অর্থাৎ পাকিস্তানের শহরের জামা'তগুলোর মাঝে বেশি ত্যাগী জামা'তগুলো হলো যথাক্রমে লাহোরের ডিফেন্সের এমারাত, রাওয়ালপিণ্ডি শহরের এমারত, করাচির ড্রিগ রোডের এমারত,

এমারত মোগলপুরা লাহোর, এমারত টাউনশিপ লাহোর, এমারত আযিযাবাদ করাচি, এমারত গুলশান ইকবাল করাচি, পেশওয়ার, কোয়েটা এবং লাহোরের দিল্লি গেটের এমারত।আমেরিকার জামা'তগুলোর মধ্যে প্রথম স্থানে হলো মেরিল্যান্ড, এরপর রয়েছে যথাক্রমে লস এ্যাঞ্জেলেস, সেলিকন ভ্যালি, সেন্ট্রাল ভার্জেনিয়া, সিয়াটল, অওশ কোশ, ডেট্রয়েট, শিকাগো, দক্ষিণ ভার্জেনিয়া, হিউস্টন, আটলান্টা এবং বোস্টন।

চাদা পরিশোধের দিক থেকে সমষ্টিগতভাবে কানাডার স্থানীয় এমারতগুলোর মাঝে প্রথম ভন, এরপর রয়েছে যথাক্রমে পিস ভিলেইজ, ক্যালগেরি, ভ্যাঙ্কোভার, পশ্চিম টরেন্টো, মিসিসাগা, পূর্ব ব্রাহ্যামটন, সাসকাটন ও টরেন্টো। কানাডার ছোট জামা'তগুলোর মাঝে রয়েছে ব্রেডফোর্ট হ্যামিল্টন, পশ্চিম মাউন্টেন পশ্চিম এ্যাডমিন্টন, রিজায়না এবং পূর্ব মিল্টন।

ত্যাগের দিক থেকে ভারতের প্রথম ১০টি জামা'তের মাঝে প্রথম হলো কোইম্বতোর, করোলাই, এরপর কাদিয়ান, পাথপ্রেম, হায়দারাবাদ, কিনানূর টাউন, কোলকাতা, কালিকাট, ব্যাঙ্গালোর, মাথাটম।

প্রথম ১০টি প্রদেশের মধ্যে প্রথম হলো কেরেলা এরপর যথাক্রমে তামিলনাডু, কর্ণাটক, জাম্মু কাশ্মীর, তেলেঙ্গানা, পাঞ্জাব, উড়িষ্যা, পশ্চিম বঙ্গ, দিল্লি ও মাহারাষ্ট্র।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ১০টি জামা'ত হলো ম্যালবর্ন, লং ওয়ার্ন, কাসেল হিল, ম্যালবর্ন ব্যারুইক, মার্সডন পার্ক, দক্ষিণ এ্যাডিলেড, প্যানরথ, এসিটি ক্যানবেরা, পশ্চিম এ্যাডিলেড, মাউন্ট ড্রুয়েট, প্যারামেটা।এই ছিলা সবগুলো জামা'তের তুলনামূলক চিত্র। আল্লাহ্ তা'লা এই সকলের ধন ও জনশক্তিতে অসীম কল্যাণ দান করুন এবং তাদের কুরবানী গ্রহণ করুন।

এর মাধ্যমে আমি তাহরীক জাদীদের ৮৭তম বছরের সূচনার ঘোষণা দিচ্ছি। ইতোমধ্যে এটি ১লা নভেম্বর থেকে আরম্ভ হয়ে গেছে।

এখন আমি যে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হলো বর্তমানে অনেক বেশি দোয়া করা প্রয়োজন, দোয়ার প্রতি মনোযোগী হোন। আমরা নিজেদের জন্য এবং জামা'তের জন্য দোয়া করেই থাকি কিন্তু সার্বিকভাবে মুসলমানের জন্য দোয়া করা প্রয়োজন। বর্তমানে কয়েকটি অমুসলিম দেশের নেতারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভীষণ ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করেন। এটি স্পষ্ট যে, গণতান্ত্রিক এ যুগে নেতারা জনগণকে খোদা মনে করে তাদের ইচ্ছা-আকাঙ্খা অনুযায়ী তারা বিবৃতি দিয়ে থাকেন এবং নীতি নির্ধারণ করার চেষ্টা করেন কিংবা কখনো কখনো তারা নিজেরাই তাদের ভুল পথে পরিচালিত করেন অর্থাৎ পরোক্ষভাবে তারা এটিই বলেন যে, কোন খোদা নেই বরং তোমরাই সবকিছু। যেসব স্থানে তারা স্পষ্ট বিবৃতি দেন না সেখানেও এসব লোক তাদের হৃদয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও সংকীর্ণতা লালন করেন। আবার সাধারণ জনগণের একটি বৃহৎ অংশও ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে মুসলিম বিদ্বেষী। যাহোক, দোয়া এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে জগদ্বাসীকে আমাদের ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে? সম্প্রতি এক পশ্চিমা নেতার স্পষ্ট বিবৃতি সামনে এসেছে। এমনিতে রাজনীতির নীতি অনুসারে চাপা ভাষায় ঘুরানো পেচানোভাবে তাদের বিবৃতি আসতেই থাকে, কিন্তু প্রকাশ্যে যদি কোন নেতার বিবৃতি সামনে এসে থাকে তবে তিনি ছিলেন ফরাসী প্রেসিডেণ্ট। তিনি ইসলামকে সঙ্কটের শিকার ধর্ম বলে আখ্যায়িত করেছেন। সঙ্কটে নিপতিত কোন ধর্ম যদি থেকে থাকে তবে সেটি তাদের নিজেদের ধর্ম। প্রথমত তারা কোন ধর্মে বিশ্বাসেই করে না, খ্রিষ্টধর্মকেও ভুলে বসে আছেন। কাজেই এটিই সঙ্কটকবলিত। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ইসলাম জীবন্ত ধর্ম, বর্ধিষ্ণু ধর্ম আর এটি ফুলফল বহন করছে। সকল যুগেই আল্লাহ্ তা'লা এর সুরক্ষার দায়িত্ব নিজের হাতে রেখেছেন আর এযুগেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে পৃথিবীর সকল প্রান্তে এর প্রচার ছড়িয়ে পড়ছে।মূলকথা হলো, ইসলাম বিরোধী শক্তির কিংবা লোকদের এ ধরণের আচরণ ও বয়ানবাজির কারণ হলো তারা জানে, মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক একতা নেই। এখানে আমি অবশ্যই কানাডার প্রধান মন্ত্রীর প্রশংসাবাক্য উল্লেখ করব, কেননা তিনি ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের বিবৃতির বিপরীতে খুব সুন্দর বিবৃতি দিয়ে বলেন,এসব হলো ভ্রান্তরীতি, এমনটি হওয়া উচিত নয়। পরস্পরের ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি এবং ধর্মীয় নেতাদের (সম্মানের) প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। কতই না ভালো হয় যদি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নেতারাও কানাডার প্রধানমন্ত্রীর চিন্তাধারা ও বিবৃতিতে অভিনিবেশ করেন এবং বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে এর অনুসরণ করেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কানাডার প্রধানমন্ত্রী প্রশংসার পাত্র এবং তার জন্য আমাদের দোয়াও করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা তার হৃদয়দুয়ার আরো খুলে দিন।

যাহোক, এটি স্পষ্ট যে, মুসলমানদের মাঝে একতা নেই আর একারণেই সবকিছু হচ্ছে। প্রতিটি মুসলমান দেশ অপর দেশের বিরোধী। দলাদলি অমুসলিম বিশ্বের সামনে এটি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, মুসলমানদের মাঝে বিভেদ রয়েছে। জগদ্বাসী যদি জানত, মুসলমান একতাবদ্ধ জাতি আর এক খোদা ও এক রসূলকে মান্যকারী এবং তাঁর সন্তুষ্টির খাতিরে ত্যাগস্বীকার করতে জানে তবে কখনো অমুসলিম বিশ্বের পক্ষ থেকে এমন আচরণ প্রদর্শিত হতে পারত না। কখনো কোন পত্রিকা মহানবী (সা.)-এর ব্যঙ্গাচিত্র ছাপার সাহস পেতো না। কয়েক বছর পূর্বেও ডেনমার্ক এবং ফ্রান্সে যখন মহানবী (সা.)-এর ব্যঙ্গাচিত্র ছাপা হয় তখন সাময়িক হইচই করে এবং তাদের সামগ্রী বয়কট ও তাদের জিনিসপত্র না কেনার ঘোষণা দিয়ে সবাই চুপ হয়ে বসে গেছে। কিছুই হয় নি বরং কয়েক মাস পরেই সবাই ভুলে গেছে। সেই সময়ও আহমদীয়া জামা'তই সঠিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে এবং তাদের সামনে মহানবী (সা.)-এর অনুপম আদর্শ উপস্থাপন করেছে। অনেক অমুসলিম, শিক্ষিতশ্রেণি, নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ জনগণ এর ভূয়সী প্রশংসা করেছে এবং পছন্দ করেছে। একই কাজ আমরা আজও করছি এবং বলছি যে,গুটিকয়েক বিকৃতমস্তিস্ক লোকের ইসলামের নামে ভ্রান্ত কর্মকাণ্ডকে ইসলাম নাম দিও না। কোন ব্যক্তির ভ্রান্ত আচরণকে ইসলামের শিক্ষা এবং মুসলমানদের জন্য সঙ্কট আখ্যা দিয়ে জনগণকে এ মর্মে আরো উত্তেজিত করা যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে এটি হলো আমাদের যুদ্ধ আর এ যুদ্ধ আমরা চালিয়ে যাব- এটি কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে শোভা পায় না। এই ব্যক্তিকে ভ্রান্ত কাজে উস্কানীদাতা এরা নিজেরাই। আমি ইতোপূর্বেও বিবৃতি দিয়েছি যে, ব্যাঙ্গাচিত্র অঙ্কন করা অথবা মহানবী (সা.)-এর কোনভাবে অবমাননা করা কোন আত্মাভিমানী মুসলমানের জন্য অসহনীয়। কোন কোন মুসলমানের আবেগ অনুভূতিকে এধরণের কার্যকলাপ বিস্ফোরম্মুখ করে তুলতে পারে আর করেও। এর ফলে যদি কারো হাতে বেআইনী কর্ম সংঘটিত হয়ে যায় আর কেউ যদি আইন নিজ হাতে তুলে নেয় তাহলে এর জন্য দায়ী হবে এসব অমুসলিম বা এসব সরকার কিংবা তথাকথিত স্বাধীনতা যাকে বাকস্বাধীনতা বলে আখ্যায়িত করা হয়। সারকথা হলো অমুসলিম বিশ্বই তাদের ক্ষেপিয়ে থাকে। প্রথমবার যখন এ ব্যঙ্গাচিত্রের বিষয়টি সামনে আসে আমি ধারাবাহিক খুতবার মাধ্যমে সঠিক প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি ব্যখ্যা করেছিলাম। আমি বলেছিলাম যে, কীভাবে আমাদের সঠিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা উচিত আর কী করা উচিত। যেমনটি আমি বলেছি, মানুষের ওপর এর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছিল আর আজও আমরা সেই পদ্ধতিতে কাজ করে চলেছি।

এরপর হল্যান্ডের এক রাজনীতিবিদ যখন বিবৃতি দিয়েছিল তখন আমি হল্যান্ডেও একটি খুতবা দিয়েছিলাম আর আমি তাকে ঐশী শাস্তির কথা বলে সতর্ক করেছিলাম। তখন সে আমার বিরুদ্ধে হল্যান্ড সরকারের কাছে এ নালিশও করেছিল যে, উনি আমাকে মৃত্যুর হুমকি দিয়েছেন। সে হল্যান্ড সরকারকে আহ্বান জানায় যে, তার এখানে আসার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উচিত বরং তার বিরুদ্ধে মামলা করা হোক। যাহোক, আইনের গন্ডিতে থেকে আমাদের পক্ষে যতটা সম্ভব ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদা পরিপন্থী প্রতিটি পদক্ষেপের জবাব দিয়ে থাকি আর দিতে থাকব, এর ইতিবাচক ফলও প্রকাশ পায়। আমরা এ সমাধানই উপস্থাপন করি যে, আইনের গন্ডিতে থেকে আমাদের সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ নিতে হবে। সর্বোপরি মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করা উচিত, দোয়া করা উচিত। বিগত বেশ কয়েকটি খুতবায় আমি এ বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছি। আমাদের বিরুদ্ধে অ-

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: **Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura**

আহমদী আলেম সম্প্রদায়ের কঠোর বিবৃতি সত্ত্বেও আমরা ইসলামের সুরক্ষায় ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার আলোকে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি আর যাব ইনশাআল্লাহু তা'লা।

এক, দুই কিংবা চারজন ব্যক্তিকে হত্যা করার মাধ্যমে সাময়িক উত্তেজনা তো প্রশমিত হয়, কিন্তু এটি কোন স্থায়ী সমাধান নয়। মুসলিম উম্মাহ যদি স্থায়ী সমাধান চায় তাহলে সমস্ত মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সম্প্রতি ফ্রান্সের রাষ্ট্র পতির বিবৃতির প্রতিবাদে তুরস্কের রাষ্ট্রপতি বিবৃতি দিয়েছে। এছাড়া আরো দু'একটি দেশ তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। কিন্তু এটি ততটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম নয় যতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের সমবেত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। অতএব, এটি ততটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম নয় যতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের একতাবদ্ধ প্রতিক্রিয়া। যদিও বলা হচ্ছে যে, তুরস্ক কিংবা এধরণের অন্যান্য দেশের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার ফলে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি তার বিবৃতি পরিবর্তন করেছে এবং কিছুটা শিথিল করেছে, অর্থাৎ আমার উদ্দেশ্য এমনটি ছিল না বরং অমনটি ছিল। অথচ একই সাথে সে নিজের কথায় অটল রয়েছে, অর্থাৎ আমরা যা করছি তা ঠিকই করছি। কিন্তু যদি ৫৪-৫৫টি মুসলিম দেশ একতাবদ্ধ হয়ে বলতো তাহলে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি এদিক সেদিকে কথা বলতে পারতো না। তখন তাকে বাধ্য হয়ে ক্ষমা চাইতে হতো এবং নতি স্বীকার করতে হতো।

যাহোক, এখানে আমি সংক্ষেপে কেবল এতটুকুই বলতে চাই, আপনারা দোয়া করুন মুসলিম বিশ্ব যেন কমপক্ষে অমুসলিমদের সামনে একতাবদ্ধ হয়ে কথা বলে। এরপর দেখবেন! কত বেশি প্রভাব পড়ে। আমরা আমাদের কাজ করছি আর করতে থাকব, ইনশাআল্লাহু তা'লা। অর্থাৎ মুহাম্মদী মসীহ্‌র মান্যকারীদের দায়িত্ব এবং আবশ্যিক কর্তব্য হলো ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী প্রচার করা আর মহানবী (সা.)-এর অতুলনীয় সৌন্দর্য জগতের সামনে তুলে ধরা। আর ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না সমগ্র বিশ্ববাসীকে মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে সমবেত করেন। বিশ্ববাসীকে বলুন! এক খোদাকে চেনা এবং নিপীড়ন ও নির্যাতনের অবসান ঘটানোর মাঝেই তোমাদের অস্তিত্বের নিশ্চয়তা নিহিত। কিছুদিন পূর্বে অর্থাৎ কয়েক মাস পূর্বে কোভিটের হাল্লার সময় আমি কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে পু নরায় পত্র প্রেরণ করেছিলাম আর ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতিকেও লিখেছিলাম। তাতে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এরভাষায় সতর্কও করেছিলাম যে, অন্যায় ও অত্যাচার-অনাচারের কারণেই এসব শাস্তি ও বিপদাপদ আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নিপতিত হয়ে থাকে। অতএব, আপনাদের এদিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত। অন্যায়-অবিচারের অবসান ঘটান এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করুন আর সত্যভিত্তিক বিবৃতি দিন। আমাদের যে দায়িত্ব ছিল তা আমরা পালন করেছি এবং করে যাব। এখন বিষয়টি উপলব্ধি করবে কী করবে না তা প্রত্যেক ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব ইচ্ছার ওপর নীর্ভর করে কিন্তু দোয়ায় আমরা কোন ক্রমেই উম্মতে মুসলেমার কথা ভুলবো না। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসকেও চেনার সৌভাগ্য দিন। বিশ্ববাসীর মোটের ওপর ভাবা উচিত, তারা যদি আল্লাহ্ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে তাহলে তাদের জন্য ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই অপেক্ষা করছে না। সামগ্রিকভাবে আমাদেরও চেষ্টা থাকা উচিত বিশ্ববাসীকে এক আল্লাহ্ র পতাকাতলে সমবেত করার। এছাড়া মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে (জগদ্বাসীকে) সমবেত করাই হলো তাহরিক জাদীদের উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। এছাড়া পৃথিবীর সার্বিক অবস্থার জন্যও দোয়া করুন। এই মহামারি থেকে মুক্তি লাভের পরই আবার আরেক আপদ বিশ্ব যুদ্ধের রূপে না এদের ওপর আপতিত হয় ; অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এরা এদিকে ধাবিত হচ্ছে । বিশ্ববাসীকে আল্লাহ্ কাণ্ডজ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি দান করুন আর তারা যেন এক খোদাকে চিনে তাঁর প্রাপ্য প্রদানে সক্ষম হয়।

****

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা পরস্পর শীঘ্র বিবাদ মীমাংসা করে ফেল এবং নিজ ভাইয়ের অপরাধ ক্ষমা কর, কেননা যে ব্যক্তি যে নিজ ভাইয়ের সঙ্গে মীমাংসা করতে রাজি হয় না, তাকে বিচ্ছিন্ন করা হবে, সে বিভেদ সৃষ্টি করে। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২১)

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Badruddin Sb. (Neogirhat, West Bengal)**

১ম পাতার শেষাংশ.....

যে, স্বামী জান্নাতে থাকল আর স্ত্রী দোযখে কিম্বা স্ত্রী জান্নাতে আর স্বামী দোযখে এসে পড়ল। এই অর্থের দিক থেকে এটি আধ্যাত্মিক পবিত্রতা অর্জনের জন্য এটি এক উৎকৃষ্ট শিক্ষা, যা নিয়ে আপত্তি করার পরিবর্তে এর প্রশংসা করা উচিত।

বাকি থাকল এই প্রশ্ন যে, এর অর্থ এও হতে পারে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক পবিত্র সঙ্গী দেওয়া হবে, এই অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকেও কোন আপত্তি হতে পারে না। কেননা যদি এটিই এর অর্থ হয় যে, প্রত্যেক পুরুষকে একজন পবিত্র স্ত্রী দেওয়া হবে এবং প্রত্যেক স্ত্রীকে একজন পবিত্র স্বামী দেওয়া হবে,তবে এতে আপত্তির কি আছে? আপত্তি তখনই হতে পারে, যখন কোন অপবিত্র কর্মের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। কুরআন শরীফ এখানে'পবিত্র' শব্দ ব্যবহার করেছে, কাজেই এর থেকে স্পষ্ট হল যে, জান্নাতে সেই ব্যক্তিই থাকবে যে পবিত্র হবে। তবে এতে আপত্তি কিসের?

স্যার উইলিয়াম মিউর এই আয়াতের বিষয়টির উপর একটি অত্যন্ত জঘন্য আপত্তি করেছে আর রেভারিন্ডো হ্যারি স্বভাবসিদ্ধভাবে এর সত্যায়ন করেছে। সেই আপত্তিটি হল এই যে, কুরআন করীমের মাক্কী (মক্কায় অবতীর্ণ হওয়া) সূরাসমূহে জান্নাতে মহিলাদের উল্লেখ ব্যপকহারে এবং অনেক উৎসাহের সঙ্গে করা হয়েছে। কিন্তু 'মাদনী' (মদীনায় অবতীর্ণ হওয়া) সূরাগুলিতে কেবল দুইবার, তাও আবার অত্যন্ত সংক্ষেপে, উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, 'মোমেনরা জান্নাতে পবিত্র স্ত্রী লাভ করবে।' এর থেকে (নাউযু বিল্লাহ্) প্রমাণ হয়, যেহেতু মক্কায় আঁ হযরত (সা.)-এর কেবল একজন স্ত্রী ছিলেন, আর তিনি বয়সে বড়ও ছিলেন। এই কারণে মহম্মদ সাহেবের (রসুলুল্লাহ সাল্লিল্লাহু আলাইহি ও সাল্লাম) মহিলাদের কথা মাথায় বেশি আসত। কিন্তু মদীনায় যেহেতু তাঁর এই বাসনা পূর্ণ হয়েছিল, একাধিক যুবতী স্ত্রী পেয়েছিলেন, তাই চিন্তা কমে এসেছিল।

স্যার উইলিয়াম মিউর যে আপত্তি করেছে, আমি মনে করি, কুরআনের আয়নায় নিজের মুখ দেখেছে আর রেভরেন্ডো হ্যারি পাদ্রীদের চিরাচরিত বিদ্বেষকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমি আশ্চর্য হই যে এরা নিজেদেরকে শিক্ষিত বলে পরিচয় দেয়, সভ্য ও সংস্কৃতিবান হওয়ার দাবি করে আর কোটি কোটি মানুষের মনীষিদের বিষয়ে অনুমানের উপর ভিত্তি করে আক্রমণ করে। অথচ এদের নিজেদের নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন ঘটেছে আর অপদস্ত হয়েছে, এতটাই যে, মানবতাও এদের দেখে মুখ লুকোয়। তাদের এই ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণের কারণ হল বর্তমানে খৃষ্টানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত আছে। আর এদের লজ্জাও করে না। মুসলমানেরা যখন পৃথিবীতে রাজত্ব করত, সেই সময় খৃষ্টানদের অবস্থা এর থেকেও বেশি শোচনীয় ছিল, যা এই সময় মুসলমানদের হয়েছে খৃষ্টানদের তুলনায়। কিন্তু তখনও মুসলমানেরা যীশু নাসেরী সম্পর্কে কখনই কোনও কুরুচিকর মন্তব্য করে নি। মুসলমানেরা এক হাজার বছর পর্যন্ত খৃষ্টান দেশসমূহে রাজত্ব করার সময় তাদের নেতাদের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করেছে, কিন্তু খৃষ্টানরা দুই-তিন শতাব্দীর রাজত্বেই এমন দাম্ভিক হয়ে উঠেছে যে নবীদের সর্দার (সা.)-এর উপর এভাবে পশুসুলভ আক্রমণের পথ অবলম্বন করল! তারা মুসলমানদের সেই অনুগ্রহের কথা যদি স্মরণ করত যে, তারা যীশুর বিরুদ্ধে আগ্রাসী মনোভাব দেখায় নি। অন্যথায় সত্য এই যে মুসলমানেরা যীশুর সম্পর্কে তার থেকে অনেক কিছু বেশি বলতে পারত, খৃষ্টানরা যা আঁ হযরত (সা.)-এর সম্পর্কে বলে থাকে।

(তফসীর কবীর, ১ম খণ্ড,পৃ:২৫২)

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা
ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।
Email: banglabadar@hotmail.com

জলসা সালানা কাদিয়ান, ২০২০ বাতিল করা হয়েছে

জামাতের সমস্ত পদাধিকারী এবং সদস্যদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, ২০২০ সালে কাদিয়ানে সালানা জলসা যা ২৫, ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়া নির্ধারিত ছিল, দেশে বর্তমান কোরোনা পরিস্থিতি, যাতায়াতের অসুবিধা এবং অন্যান্য বিধিনিষেধকে দৃষ্টিপটে রেখে হুযুর আনোয়ার (আই.) এর নির্দেশে বাতিল করা হয়েছে।

(নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, কাদিয়ান)

তিন তালাক প্রসঙ্গ

কাজি মহম্মদ আয়াজ

আজকের দিনে আমাদের দেশে 'তিন তালাক' বিষয়টি খুবই প্রাসঙ্গিক এবং স্পর্শ্ব কাতর একটি বিষয়। 'তালাক' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল বিবাহ বিচ্ছেদ, দায়িত্ব মুক্তি, বর্জন ইত্যাদি। ইসলাম ধর্মে তালাক প্রদানের যে পদ্ধতি কোরআন মজীদে বর্ণিত হয়েছে তা সর্ব-স্তরের মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্যতার দাবি রাখে।

ইসলাম শান্তির ধর্ম, যে ধর্মের অনুশাসন মান্য করার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং এই কথাটিও দৃষ্টিপটে রাখা একান্ত আবশ্যক যে, কোন ব্যক্তির কোন ভুল ফতোয়া বা সিদ্ধান্তের কারণে যাতে সমাজে শান্তি বিঘ্নিত না হয়। কোন সামাজিক সমস্যার ধর্মীয় সমাধানের সিদ্ধান্ত সাধারণত আমাদের সমাজের ধর্মীয় ঠিকাধারী আলেমগণই প্রদান করে থাকেন। কিন্তু সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহতা'লা পবিত্র কোরআনের 'সূরা নিসা' এর ২৯ নম্বর আয়াতে বর্ণনা করেছেন **'খুলিকাল ইনসানু যয়ীফা'** অর্থাৎ মানুষকে দুর্বলতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই জ্ঞানী মানুষের সিদ্ধান্তও সর্বদা সঠিক নাও হতে পারে। অতএব কোরআন ও হাদীসের কষ্টিপাথরে সেই সিদ্ধান্ত যাচাই হওয়া একান্ত আবশ্যক।

মানুষ সমাজবদ্ধ সামাজিক জীব। সমাজের সর্বময় মঙ্গল আমাদের পরস্পরের মাধ্যমে সাধিত হওয়া উচিত। বিবাহ নামক একটি সামাজিক প্রথার অনুসরণে মানুষ তার চারিত্রিক পবিত্রতা ও সতীত্ব রক্ষা করে বংশগতির ধারাকে অব্যাহত রেখে সমাজকে বহুবিধ অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে (সূরা নিসা : ২৪-২৫ এবং সূরা নূর : ৩৩-৩৪)। সুতরাং সেই বিবাহ নামক বন্ধনকে আমরা নির্দিধায় পবিত্র বলে আখ্যায়িত করতে পারি।

আজকের মুসলিম সমাজের অধিকাংশ মানুষ 'তালাক' বলতে যা বোঝে তা হল, যে কোন সময়ে, যেখানে খুশি ও যে কোন পরিস্থিতিতে যদি স্বামী-স্ত্রীকে 'তালাক' শব্দ একই সঙ্গে তিন বার উচ্চারণ করে থাকে তাহলে তাদের বিবাহ নামক বন্ধন অচিরেই বিচ্ছেদের পর্যায়ে পৌঁছাবে এবং তখন থেকেই সেই স্ত্রী লোকটি তার স্বামীর জন্য আর বৈধ থাকে না বরং অবৈধ বলে বিবেচিত হয়। যেটা কোন প্রকারে ইসলামি অনুশাসন হতে পারে না বরং ইসলামি অনুশাসনের সম্পূর্ণ পরিপন্থি একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস মাত্র। 'তালাক' সম্পর্কে মুসলিম সমাজের উপরোক্ত প্রথাগত ভ্রান্ত বিশ্বাস পত্র-পত্রিকা ও তাদের আচরণেই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত, যা সম্পূর্ণ রূপে শুধুমাত্র ভ্রান্ত ধারণা নয় বরং অযৌক্তিক। তবে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, কোন ব্যক্তির আচরণ বা কোন মৌলবীর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকে ইসলামি অনুশাসন বলতে হলে কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী তার সত্যতা ও বাস্তবতা যাচাই করতে হবে যে সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বিবাহ নামক পবিত্র একটি সামাজিক প্রথার মাধ্যমে মাধ্যমে শুধুমাত্র দুটি আত্মার মেল-বন্ধনই ঘটে না বরং দুটি পরিবার, দুটি গোত্র ও দুটি গ্রামের মধ্যে আত্মীয়তার সেতু-বন্ধন রচিত হয়। এটি সম্পূর্ণ রূপে সম্পন্ন হতে গেলে যেমন কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করে পৌঁছাতে হয়, ঠিক তেমনিভাবে 'তালাক' প্রদানের মাধ্যমে কেউ এই পবিত্র বন্ধন থেকে একান্ত বাধ্য হয়ে বিচ্ছিন্ন ও মুক্ত হতে চাইলেও প্রকৃতিগতভাবে কয়েকটি পর্যায় থাকা বাঞ্ছনীয়। সুতরাং স্বামীর পক্ষ হতে কেবল তিন তালাক উচ্চারিত হওয়ার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ কোন ক্রমেই সঠিক সাব্যস্ত হতে পারে না। যেহেতু বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন আর আল্লাহর দৃষ্টিতে 'তালাক' যেহেতু সমস্ত বৈধ কর্মসমূহের মধ্যে নিকৃষ্টতম কর্ম সেই জন্য আল্লাহতা'লা ঐশী গ্রন্থ কোরআন মজীদে সর্বদা এই বন্ধনকে দীর্ঘস্থায়ী ও অটুট রাখার উদ্দেশ্যে কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করেছেন যেগুলি সময়ের প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করা একান্ত আবশ্যক।

প্রথম পর্যায়ে বর্ণনা করেছেন : যখন তোমরা স্ত্রীদের আবাধ্যতা আশঙ্কা কর তখন তাদের বোঝাও, সদুপদেশ দাও। যদি তারা বুঝে যায়, উপদেশ গ্রহণ করে তবে উত্তম। (সূরা নিসা : ৩৫)

দ্বিতীয় পর্যায়ে বলছেন যে, যদি তারা বোঝার চেষ্টা না করে বা অবাধ্যতায় অটল থাকে তাহলে তোমরা বিছানায় তাদের থেকে দূরে থাক। অর্থাৎ স্ত্রী সহবাস হতে বিরত থাক অথবা বিছানা পৃথক কর অথবা কথাবার্তা বন্ধ করে দাও (সূরা নিসা : ৩৫)। তবে হ্যাঁ স্মরণ রাখতে হবে এরূপ ব্যবস্থা কিন্তু সাময়িক মাত্র, অনির্দিষ্ট কালের জন্য নয়। কেননা কোরআনী নির্দেশ অনুসারে স্ত্রীকে দোদুল্যমান অবস্থায় রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। (সূরা নিসা : ১৩০)।

তৃতীয় পর্যায়ে প্রয়োজনে প্রহার করার কথাও বলা হয়েছে (সূরা নিসা : ৩৫)। তবে হ্যাঁ, এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, মহানবী (সাঃ) বলেছেন কোন মুসলমান যদি তাহার স্ত্রীকে অগত্যা প্রহার করতে বাধ্যই হয় তাহলে প্রহার এমন ভাবে করা উচিত যাতে তার (স্ত্রীর) গায়ে দাগ না পড়ে। (তিরমিযী, মুসলিম)। অনুরূপভাবে অন্য একটি হাদীসে হুজুর (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা উত্তম যে স্ত্রীর সহিত উত্তম ব্যবহার করে এবং আমি তোমাদের মধ্যে উত্তম কেননা আমি স্ত্রীর সহিত উত্তম ব্যবহার করি (তিরমিযী, ইবনে মাজা)। আরো বলেছেন যে, "যে স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করে সে ভালো মানুষ নয় (কাসীর, ৩য় খণ্ড)।

চতুর্থ পর্যায়ে বলা হয়েছে যদি তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের (তালাক) আশঙ্কা কর তাহলে উভয়ের আত্মীয় স্বজনগণের মধ্য হতে একজন করে সালিস নিযুক্ত কর। অর্থাৎ আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করা উচিত সালিসির মাধ্যমে। যদি তারা উভয়ে আপোষ করাতে চায় তাহলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মিল করে দেবেন (সূরা নিসা : ৩৬)।

সূরা বাকারার ২৩০ নম্বর আয়াতে তালাকের (বিবাহ বিচ্ছেদ) পঞ্চম আর একটি বাধা বর্ণিত হয়েছে : যে ব্যক্তি বিচ্ছেদ কামনা করে, তাকে তিনবার পৃথক পৃথক ভাবে তিন মাসে তালাকের ঘোষণা করতে হবে। প্রত্যেকটি তালাকের ঘোষণা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, স্ত্রীর ঋতু মুক্তির সময়ে সহবাস না করা অবস্থায় উচ্চারিত হতে হবে। একই সময়ে পরপর তিনবার বা দুইবার তালাক অনুমোদন যোগ্য নয়। কোরআনে বর্ণিত 'মাররাতান' (দুইবার) শব্দ দ্বারা এটাই বোঝায় যে, দুটি ভিন্ন সময়ে এটা সংঘঠিত হতে হবে। একই সময়ে দুবার ঘটতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হল যদি একই সঙ্গে তিন তালাক সঠিক বলে গণ্য হয় তাহলে বর্ণিত পর্যায়গুলিকে অস্বীকার করতে হবে যা একজন আস্তিক ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহতা'লা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও স্ত্রীদের প্রতি দয়ালু ও সহানুভূতিশীল থাকার উপদেশ দান করেছেন (সূরা নিসা : ৩৭)।

সূরা বাকারার ২২৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহতা'লা শপথ গ্রহণকারীদের সম্পর্কে বলেছেন, কসম গ্রহণ একটি গুরুগম্ভীর ব্যাপার। তথাপি অনেক লোকের বদ অভ্যাস আছে বিনা কারণেই অর্থহীন শপথ (কসম) করে, ঐ সব অনর্থক উদ্দেশ্যহীন কসম, অভ্যাসগত অনাহুত কসম কিম্বা রাগের মাথায় গৃহীত কসম কার্যকরী নয় এবং এর জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার প্রয়োজন নেই। তিনি অতীব ক্ষমাশীল পরম সহিষ্ণু (সূরা বাকারা : ২৩০-২৩১)। অর্থাৎ কেউ যদি হঠাৎ করে রাগের বশবর্তী হয়ে চিন্তা ভাবনা না করে বা মদ্যপ অবস্থায় তালাক প্রদান করে তাহলে তা কোরাআনী দৃষ্টিতে কার্যকরী নয়।

এতক্ষণ পর্যন্ত কোরআনী আয়াত দ্বারা যতটুকু বর্ণনা করেছি আশা করি স্বাধীনচেতা নিরপেক্ষ পাঠকবর্গ এটুকু উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে, সংকল্প বিহীন (রাগের বশবর্তী হয়ে বা বদ অভ্যাসযুক্ত কসম) তালাকের কোন মূল্য নেই, তা একই সঙ্গে যতবার বলা হোক না কেন। শুধু তাই নয় একজন পুরুষকে তালাকের প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত পৌঁছাতে কতগুলি পর্যায় অতিক্রম করেই আসতে হয়, যা এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়াটিকে লম্বা করার পিছনে যুক্তি হিসাবে বলা যেতে পারে একজন মানুষ যেন কারোর দ্বারা প্ররোচিত না হয়ে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ পায় বা ভুল সংশোধনের সুযোগ পায় এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে।

আর সংকল্প গৃহীত তালাকই যদি হয় তাও একই সঙ্গে একাধিক বার বললেও এক তালাক বলে গণ্য হবে। সেটি নিম্নোক্ত বর্ণনার মাধ্যমে স্পষ্ট রূপে প্রমাণিত।

সূরা 'তালাক' এর ২ নম্বর আয়াতে আল্লাহতা'লা বর্ণনা করেছেন হে নবী! যখন তোমরা স্ত্রীগণকে তালাক দাও তখন তাদেরকে নির্দ্ধারিত ইদ্দত (অপেক্ষার সময়) অনুযায়ী তালাক দাও এবং ইদ্দতকাল গণনা কর এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। তাদেরকে তাদের গৃহ হতে বের করে দিও না। এগুলি আল্লাহর নির্দ্ধারিত সীমা, যে আল্লাহর এই সীমা লঙ্ঘন করে বস্তুতঃ সে নিজের উপর জুলুম করে। তুমি জান না হয় তো আল্লাহ এর পর নতুন অবস্থার সৃষ্টি করে দেবেন (সূরা তালাক:২)।

পরবর্তী আয়াতে (সূরা তালাক : ৩) আল্লাহ্ বলেন, যখন তারা তাদের নির্দ্ধারিত ইদ্দতের (অপেক্ষাকাল) শেষ সীমায় উপনীত হয় তখন তোমরা তাদেরকে হয় ন্যায়সঙ্গত ভাবে রাখ অথবা তাদেরকে ন্যায়সঙ্গত ভাবে বিদায় করে দাও। এবং তোমাদের মধ্যে দুজন ন্যায়-পরায়ণ সাক্ষী রাখ। এবং আল্লাহর জন্য সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা কর।

উল্লেখিত আয়াত দ্বারা প্রথমতঃ বোঝা যায়- মহানবী (সাঃ)কে সম্বোধন করে বর্ণিত হলেও সেই আহ্বান প্রকৃতপক্ষে তাঁর অনুসারীদের উপরে বর্তায়। কেননা হজরত রসূলে পাক (সাঃ)-কে তো বিবি তালাকের অধিকারই দেওয়া হয়নি। (সূরা আহযাব : ৫৩)

দ্বিতীয়তঃ স্ত্রী বিচ্ছেদের (তালাক) ঘোষণা দুটি মাসিক ঋতু স্রাবের মধ্যবর্তী সময়ে মুক্ত অবস্থায় সুস্থ্য মস্তিষ্কে উচ্চারণ করতে হয়। ঐ মধ্যবর্তী সময়ের মাঝে যদি তারা

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022
Vol. 5 Thursday, 10 Dec, 2020 Issue No.50

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

পরস্পর যৌন সম্পর্ক স্থাপন না করে থাকে, তবেই তালাক উচ্চারণ বৈধ হবে। এটা একটা চমৎকার পর্যায়ক্রম যা চূড়ান্ত বিবাহ বিচ্ছেদের পথে সম্ভাব্য সকল বাধা উপস্থাপন করে বিবাহ নামক পবিত্র বন্ধনকে অটুট ও স্থায়ী রাখতে চায়। ইসলাম যদিও বিবাহ বিচ্ছেদকে স্বীকৃতি দেয় তথাপি তাকে একটি প্রয়োজনীয় আপদ হিসাবে গণ্য করে। তাই আবু-দাউদ শরীফের হাদীসে বলা হয়েছে ; **“সমস্ত হালাল জিনিসের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক ঘৃণ্য হল ‘তালাক’।”**(হাদীসে আবগাযুল হালাল বলা হয়েছে)।

এক্ষত্রে সুবিধা এই যে, স্ত্রী পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত আকস্মিকভাবে রাগের মাথায় সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী না হয়ে যেন ধীর স্থির অবস্থায় মুক্তমনা হয়ে ভাবনা-চিন্তার পর যথার্থরূপে সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে। তদুপরি, বিচ্ছেদ প্রাপ্তা স্ত্রী ইদ্দতকালে (অপেক্ষার কাল) নিজ গৃহেই অবস্থান করবে। পরিত্যক্তা স্ত্রীকে ভরণ পোষণ ও দেখা শোনা করার ভার স্বামীর উপরে বর্তায়, তাকে সেভাবেই দেখা শোনা করতে হবে যেভাবে গৃহ কর্ত্রী থাকাকালীন সময়ে তার দেখা শোনা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা অবলম্বনের আবশ্যকতা ও উপকারীতা এই যে, ইদ্দতকালে (অপেক্ষার কাল) এটা অসম্ভব নয় যে, উভয়ের মনোমালিন্য দূরীভূত হয়ে পুনরায় পরস্পরের মধ্যে মিলনের মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে।

ইদ্দতকাল সম্পর্কে স্পষ্ট করে সূরা ‘তালাক’ এর ৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : যদি তোমরা তাদের ঋতুস্রাব সম্বন্ধে সন্দেহ কর তবে তাদের ইদ্দতকাল তিন মাস। সন্দেহর কথা এইজন্য বলা হয়েছে যে, জরায়ূর গোলযোগের কারণেও মাসিক স্রাব বন্ধ হতে পারে, আবার অন্য কারণেও হতে পারে। কম বয়সের কারণে যদি ঋতু স্রাব না হয় তাদের ক্ষেত্রেও ইদ্দতকালের সময় তিন মাস। স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয় তিনি তা যেন গোপন না করেন (সূরা বাকারা : ২২৯)। কেননা তার ইদ্দতকাল হল সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। আর এই দীর্ঘ সময় ব্যয়ীত হওয়ার মধ্যে দম্পতির মধ্যে বোঝা পড়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে থাকে।

এখন পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল যে, পূর্ণ ও অখণ্ডনীয় তালাকের জন্য তিন দফায় তিন মাসে প্রত্যেক ঋতু স্রাবের পর তালাক ঘোষণার প্রয়োজন। প্রথম দফার এবং দ্বিতীয় দফার তালাক ঘোষণার পরেও ইচ্ছা করলে স্বামী স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখার অধিকার ও সুযোগ পায়। এমন কি তালাকের পরবর্তী সময় অতিবাহিত হয়ে গেলেও তৃতীয় দফায় তালাক ঘোষণার পূর্বে নতুনভাবে বিবাহ করে পরস্পর মিলিত হতে পারে।

রসূলে করীম (সাঃ) একই সময়ে বহুবার তালাক উচ্চারণকে এক তালাকরূপে গণ্য করতেন। (তিরমিযি ও আবু-দাউদ)

সুনান নিসাঈ হতে বর্ণিত যে, একবার আঁ হজরত (সাঃ)-কে বলা হল যে, এক ব্যক্তি একই নিঃশ্বাসে তিনবার তালাক উচ্চারণ করেছে। তিনি অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন “কী! আমি তোমাদের মধ্যে থাকা অবস্থায়ই তোমরা আল্লাহর গ্রন্থকে (কোরআন) খেলার বস্তু বানাবে ?” প্রথম দুইবারের তালাকের ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে স্ত্রীর সম্মতি-অসম্মতি ব্যতিরেকেই পুনঃগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু মধ্যবর্তী সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে কেবল স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে পুনর্বিবাহের মাধ্যমে তাকে পুনঃগ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু তৃতীয় বার তালাক ঘোষণার পর স্বামীর আর কোন অধিকার বা সুযোগ থাকে না। সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছেদ ঘটে যায়। এক সাহাবী একদিন রসূলে করীম (সাঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন,

কোরআন তো মাত্র দুটো তালাকের উল্লেখ করেছে। তৃতীয়টি কোথা হতে আসল ? উত্তরে রসূলে করীম (সাঃ) এই আয়াতে (সূরা বাকারা : ২৩১) “অথবা সদয় ভাবে বিদায় দিতে হবে” বাক্যটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, প্রথম দুইবার তালাকের পরও স্বামী স্ত্রীকে রাখতে পারত কিম্বা সম্মতি নিয়ে তাকে পুনর্বিবাহ করতে পারত। কিন্তু সে যদি স্থায়ী বিচ্ছেদ ও অখণ্ডনীয় তালাকই চায়, তাহলে স্ত্রীকে দাম্পত্য বন্ধন হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দিতে হবে। এই কথাই “সদয়ভাবে বিদায় দিতে হবে” বাক্যটিতে বলা হয়েছে। যার অর্থ হল তৃতীয়বার তালাক উচ্চারণ করে মুক্তি দাও। (ইবনে জরীর ও মসনদ আহমদ বিন হাম্বল) ।

পরবর্তী আয়াত থেকে তৃতীয় তালাকের কথা আরো স্পষ্ট হয়। এবং স্পষ্ট হয় যে, এই তৃতীয় তালাকের পর থেকে স্ত্রীর সহিত পুনর্মিলনের আর কোন অধিকার থাকল না। তবে যদি এমনটি ঘটে যে, তার পরিত্যক্তা স্ত্রী অন্য কাউকেও বিবাহ করল এবং ঐ স্বামীও তাকে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তালাক দিল , কিম্বা মারা গেল, তখন পূর্বের স্বামী, তার মত নিয়ে তাকে বিবাহ করতে পারে। ইসলামে তালাকের আইনে এই ধারাটি সন্নিবিষ্ট থাকায় একদিকে যেমন বিবাহের গুরুত্ব, গাম্ভীর্য ও পবিত্রতা প্রতিপন্ন হয় তেমনি অন্যদিকে একটি দূরতম সুযোগও রাখা হল, যাতে সেই দম্পতি যারা একত্রে একসময় বাস করেছে, তারা ইচ্ছা করলে পুনরায় একত্রিত হতে পারে।

সৃষ্টির সেরা মানব রূপে হযরত মহম্মদ (সাঃ)-কে আখ্যায়িত করা হয়। তাঁর চরিত্র সম্পর্কে হজরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, **“কানা খুলকুহু কুল্লুহুল কোরআন”** অর্থাৎ তার চরিত্র তো ছিল সম্পূর্ণ কোরাআনই। অর্থাৎ তিনি সমগ্র কোরআনেরই বাস্তবায়নকারী। যেহেতু ‘তালাক’ আল্লাহর দৃষ্টিতে অধিক ঘৃণ্য হালাল (বৈধ)। তাই আল্লাহতা’লা এমন কৌশল অবলম্বন করলেন, যেন তিনি [মহম্মদ (সাঃ)] কোন ক্রমেই এমন ঘৃণ্য হালালের (তালাকের) অধিকার না পান, আর এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করে (সূরা আহযাব : ৫৩ আয়াতে বর্ণিত) তাঁকে পুত-পবিত্র রূপে অধিষ্ঠিত রেখে সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচায়ক রূপে অনন্য প্রমাণিত হলেন।

পূর্বোক্ত বর্ণনা হতে আরো স্পষ্ট হয় যে, প্রত্যাবর্তন ও সম্পূর্ণীকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে তালাক তিন প্রকার ১) তালাক রায়য়ী, ২) তালাক বাঈন, ৩) তালাক বাত্তাহ্।

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, তালাক হল সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য হালাল (বৈধ)। সেই জন্য এই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানোর পূর্বে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন রয়েছে। সেই জন্য ইসলামী অনুশাসন (শরীয়ত) পাঁচটি পর্যায়ের উপদেশ অবলম্বন করেছে, যা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এর পরও যদি বিচ্ছেদের প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে এই পবিত্র বন্ধনকে (স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক) চিরতরে শেষ করার পূর্বে পুরুষদের ঠান্ডা মস্তিষ্কে মুক্ত মনা হয়ে চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ রাখা হয়েছে। আর এই জন্য স্বামীকে আলাদা আলাদা সময়ে তিন তালাক দেওয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে।

‘তালাক রায়য়ী’ বা প্রত্যাহারযোগ্য তালাক হল সেই তালাক যেখানে ইদ্দত (অপেক্ষার সময়কাল) চলাকালীন স্বামী প্রত্যাবর্তন করে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ প্রথম তালাক এমন সময়ে দিতে হবে যখন কিনা স্ত্রী পবিত্রাবস্থায় (ঋতু স্রাব মুক্ত) থাকে। এই তালাকের পরে স্বামী ইদ্দতের মধ্যে (তিন মাসের মধ্যে) কোন অতিরিক্ত শর্ত ছাড়া প্রত্যাবর্তন করতে পারে। অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক অটুট রাখতে সক্ষম। ইদ্দত সম্পূর্ণ হওয়ার পরে এই তালাক ‘তালাক বাঈন’ এ পর্যবসিত হয়।

‘তালাক বাঈন’ বা অপ্রত্যাহারযোগ্য তালাক হল সেই তালাক যে ক্ষেত্রে স্বামীর জন্য শর্ত ছাড়া প্রত্যার্বনের অধিকার অবশিষ্ট থাকে না। অবশ্য উভয়ের সম্মতিক্রমে ইদ্দতের মধ্যে (তিন মাস) অথবা ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার পর দ্বিতীয় বার নতুনভাবে বিবাহ হতে পারে।

‘তালাক বাত্তাহ্’ হল সেই তালাক যে ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তনের কোন সুযোগ থাকে আর না পুনর্বিবাহ বৈধ বলে গণ্য হতে পারে। সুতরাং এই তালাক স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ রূপে প্রতিষ্টা করে। এই অবস্থায় স্বামীর না প্রত্যাবর্তনের সুযোগ থাকে আর না পুনর্বিবাহের সুযোগ বাকি থাকে। এই পরিস্থিতির পরে আরোও একটি শর্ত আরোপিত হয়, তা হল তারা ততক্ষণ পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক গড়তে পারবে না যতক্ষণ না স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ করে এবং শরীয়তের বিধান মেনে সেই স্বামীও তাকে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে উভয়ের সম্মতিতে পুনরায় পরস্পরের কাছে ফিরে আসতে পারে (সূরা বাকারা : ২৩১)।

বলাবাহুল্য আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের সদস্যদেরকে আরো একটি বাধা অতিক্রম করে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ করতে হয়। সেখানে তারা তাদের কাযা বোর্ডের সামনে উপস্থিত হয়ে কাজীর সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দেন।

আল্লাহতা’লা আমাদের সবাইকে এই বিষয়টি যথার্থরূপে বোঝার সামর্থ্য দান করুন।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir